

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আক্তার সাফা

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৪৯

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সামিয়া আক্তার সাফা

রোলঃ ২৩১০০১২০৭৪৯

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সামিয়া আক্তার সাফা, আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৪৯ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সামিয়া আক্তার সাফা

আইডিঃ ২৩১০০১২০৭৪৯

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বর্তমানে প্রেক্ষিতে ধর্ষণ সমস্যা ও ইসলামী দৃষ্টিতে এর সমাধান.....	6
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি: বর্তমান প্রেক্ষাপট, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান ...	13
পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	18
বিবাহে অনাগ্রহ ও দেরি: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান.....	25
পরকীয়া ও তালাক বৃদ্ধি: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	31
আত্মহত্যা বৃদ্ধির কারণ: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	38
নামাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান...	45
হারাম উপার্জনের প্রসার: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	51
ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্ম চর্চা: বাস্তবতা, সমস্যা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি	57
দাজ্জালী ফিতনার আধুনিক রূপ: বর্তমান বাস্তবতা, লক্ষণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয়...	63
সময় অপচয়ে প্রযুক্তির ভূমিকা: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান ...	69
শিক্ষা আছে, নৈতিকতা নেই: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান.....	74
ক্যারিয়ার নিয়ে অতিরিক্ত চাপ ও যুবকদের লক্ষ্যহীনতা: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	79
নারীর পর্দাহীনতা বনাম ইসলামী পর্দা ও নারীর মর্যাদা: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান	84
স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা: সহিংসতা, অপরাধে জনসাধারণের ভূমিকা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান.....	91
উপসংহার	97

আধুনিক সমস্যা ও ইসলামী সমাধান

ভূমিকা

আধুনিক যুগে মানবসভ্যতা প্রযুক্তি, যোগাযোগ, অর্থনীতি ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি অর্জন করেছে। কিন্তু এই অগ্রগতির পাশাপাশি সামাজিক অবক্ষয়, নৈতিক সংকট, পারিবারিক ভাঙন, মাদকাসক্তি, অপরাধ বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং মানসিক অস্থিরতার মতো বহু জটিল সমস্যা বিশ্বব্যাপী দেখা দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী Émile Durkheim সমাজের এই অস্থিরতাকে “Anomie” বা নীতিহীনতার অবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে সামাজিক নিয়ম ও মূল্যবোধ দুর্বল হয়ে যায়।

ইসলামী দৃষ্টিতে মানুষের জীবনব্যবস্থা শুধু পার্থিব উন্নতির জন্য নয়, বরং নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও পরকালীন মুক্তির সমন্বিত কাঠামো।

Imam Al-Ghazali তাঁর মতে, মানুষের অন্তরের সংশোধন ছাড়া সমাজের স্থায়ী সংস্কার সম্ভব নয়, কারণ “সমাজ ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি”।

একইভাবে Ibn Khaldun তাঁর Muqaddimah-এ বলেন, সমাজের উত্থান-পতনের মূল কারণ হলো নৈতিকতা ও শাসনব্যবস্থার ভারসাম্যহীনতা।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের সকল দিকের জন্য দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলাম ন্যায়, সাম্য, মানবতা, সততা ও নৈতিকতার ভিত্তিতে সমাজ গঠনের নির্দেশ দেয়। তাই আধুনিক সমস্যার সমাধানে ইসলামী আদর্শ একটি বাস্তবসম্মত ও স্থায়ী পথনির্দেশনা হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমানে প্রেক্ষিতে ধর্ষণ সমস্যা ও ইসলামী দৃষ্টিতে এর সমাধান

একটি সমসাময়িক প্রতিবেদন

ভূমিকা

বর্তমান বাংলাদেশে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতা একটি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। প্রতিনিয়ত সংবাদমাধ্যমে শিশু, কিশোরী ও নারীদের ওপর পাশবিক নির্যাতনের খবর প্রকাশিত হচ্ছে। রামিসা, আছিয়া, মাইমুনা—এমন অসংখ্য নাম আজ সমাজের বিবেককে নাড়া দেয়। কিন্তু কিছুদিন পরই অধিকাংশ ঘটনা চাপা পড়ে যায়, বিচার বিলম্বিত হয়, আর অপরাধীরা অনেক সময় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে রক্ষা পেয়ে যায়।

ইসলাম নারীকে সম্মান, নিরাপত্তা ও মর্যাদা দিয়েছে। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ষণ শুধু একটি অপরাধ নয়; এটি মানবতা, নৈতিকতা ও আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে জঘন্য বিদ্রোহ।

বাংলাদেশে ধর্ষণের বর্তমান চিত্র:

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, আইন ও সালিশ কেন্দ্র (ASK) এবং বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার তথ্যমতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধর্ষণ ও যৌন সহিংসতার হার উদ্বেগজনকভাবে বেড়েছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়—

২০২৫ সালে বাংলাদেশে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ঘটনা আগের বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০শে মে পর্যন্ত মাত্র চার মাসেই কমপক্ষে ১১৮ জন শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। আর ধর্ষণ চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হত্যাকাণ্ডের শিকার কমপক্ষে ১৭ শিশু...

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী ২০২৫ সালের প্রথম সাত মাসে শত শত শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যাদের অনেকেই ৬ বছরের নিচে।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিবেদনে বলা হয়, ধর্ষণের শিকারদের বড় অংশই অপ্রাপ্তবয়স্ক।

দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে গড়ে প্রতি নয় ঘণ্টায় একজন নারী ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

এই পরিসংখ্যান কেবল রিপোর্টকৃত ঘটনার। বাস্তবে সামাজিক লজ্জা, ভয় ও বিচারহীনতার কারণে বহু ঘটনা প্রকাশই পায় না।

আলোচিত কিছু ঘটনা:

রামিসা হত্যাকাণ্ড

ঢাকার পল্লবীতে ছোট শিশু রামিসা আক্তার ধর্ষণের পর মাথা খন্ড করে হত্যার শিকার হয়। এই ঘটনা দেশজুড়ে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মানুষ কঠোর বিচারের দাবি জানায়।

আছিয়ার ঘটনা

আছিয়া নামে এক শিশুকে তার নিকট আত্মীয়দের জঘন্য প্রক্রিয়ায় ধর্ষণের শিকার হয়। ঘটনাটি দেখায়, অনেক সময় পরিবার ও পরিচিত পরিবেশও শিশুদের জন্য নিরাপদ থাকে না।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নির্যাতন

এমনকি ছেলে শিশুরাও মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাদরাসায় শিশু নির্যাতনের অভিযোগও সামনে এসেছে। এতে বোঝা যায়, শুধু আইন নয়—নৈতিক অবক্ষয় সমাজের গভীরে পৌঁছে গেছে।

ধর্ষণের কারণসমূহ:

১. নৈতিক অবক্ষয়: আল্লাহভীতি ও নৈতিক শিক্ষার অভাব মানুষকে পশুত্বের দিকে ঠেলে দেয়।
২. বিচারহীনতা: অনেক অপরাধী রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রভাব ব্যবহার করে শাস্তি এড়িয়ে যায়। এতে অন্য অপরাধীরাও উৎসাহিত হয়।
৩. অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতির বিস্তার: ইন্টারনেট, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও অশালীন বিনোদনের প্রভাব যৌন অপরাধ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে বলে বহু গবেষক ও আলেম মত দিয়েছেন।
৪. পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষার অভাব: শিশুদের ছোটবেলা থেকে তাকওয়া, লজ্জাশীলতা ও চরিত্র গঠনের শিক্ষা না দিলে সমাজে অপরাধ বাড়ে।

ইসলামী দৃষ্টিতে ধর্ষণ

ইসলামে ধর্ষণ অত্যন্ত জঘন্য অপরাধ। কুরআনে আল্লাহ বলেন—

“তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩২

এই আয়াত শুধু ব্যভিচার নয়, বরং সকল যৌন অপরাধ ও তার কারণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবারের সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।”

অর্থাৎ নারীর সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষা করা ইসলামের মৌলিক শিক্ষা।

ইসলামী স্কলারদের প্রস্তাবিত সমাধান

১. দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার: অনেক ইসলামিক স্কলার বলেন, ধর্ষণের বিচার দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক না হলে অপরাধ কমবে না। বিচারহীনতা অপরাধকে উৎসাহ দেয়।
২. তাকওয়া ও ঈমানভিত্তিক সমাজ গঠন: মুফতি তাকি উসমানীসহ বহু আলেম বলেছেন, আল্লাহভীতি ছাড়া কেবল আইন দিয়ে সমাজ পরিবর্তন সম্ভব নয়।
৩. পরিবারকেন্দ্রিক নৈতিক শিক্ষা: শিশুদের ছোটবেলা থেকে লজ্জাশীলতা, সম্মানবোধ ও ইসলামী চরিত্র শিক্ষা দিতে হবে।
৪. অশ্লীলতা নিয়ন্ত্রণ: অনেক আলেম মনে করেন, অশ্লীল কনটেন্ট, পর্নোগ্রাফি ও অনৈতিক বিনোদন যৌন অপরাধের অন্যতম কারণ। তাই এগুলোর বিস্তার রোধ করা জরুরি।
৫. নারীকে সম্মান করার সংস্কৃতি: ইসলাম নারীকে ভোগ্যপণ্য নয়, বরং সম্মানিত মানুষ হিসেবে দেখতে শিক্ষা দেয়। শুধু এক নারীর ছতর খুলে দিয়েছিলো এক কাফির বিধায় তার বিরুদ্ধে রসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ পর্যন্ত করেছেন, ইসলাম নারীকে এতোটাই মর্যাদা দিয়েছেন।
৬. সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি: মসজিদ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গণমাধ্যমের মাধ্যমে ধর্ষণবিরোধী নৈতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

ইসলামী দৃষ্টিতে ধর্ষণের শাস্তি

ইসলামী শরিয়তে ধর্ষণকে “হিরাবাহ” (সন্ত্রাস ও ভয়াবহ অপরাধ) এবং জোরপূর্বক ব্যভিচার হিসেবে দেখা হয়। এর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর।

১. কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি হলো—তাদের হত্যা করা হবে, অথবা শূন্যে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে, অথবা দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।”

— সূরা আল-মায়িদাহ: ৩৩

অনেক ইসলামি ফকীহ ধর্মকে সমাজে ভয়াবহ ফিতনা ও সম্ভ্রাস সৃষ্টিকারী অপরাধ হিসেবে এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

২. ব্যভিচারের শাস্তির আয়াত

আল্লাহ বলেন—

“ব্যভিচারিণী নারী ও ব্যভিচারী পুরুষ—তাদের প্রত্যেককে একশত বেত্রাঘাত কর।”

— সূরা আন-নূর: ২

যদি অপরাধী বিবাহিত হয়, তাহলে সহিহ হাদিস অনুযায়ী তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (রজম) হতে পারে।

৩. হাদিসের নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ধর্মের ঘটনায় অপরাধীকে কঠোর শাস্তি দেন এবং নির্যাতিতা নারীর কোনো দোষ দেননি।

হাদিসে এসেছে—

এক নারী জোরপূর্বক ধর্মের শিকার হলে রাসূল ﷺ অপরাধীর শাস্তির নির্দেশ দেন এবং নারীর ওপর কোনো শাস্তি আরোপ করেননি।

— সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৪৩৭৯

এটি প্রমাণ করে, ইসলামে ধর্ষণের শিকার নারী অপরাধী নয়; বরং সে মজলুম ও নির্যাতিত।

ধর্ষণ নির্মূলে ইসলামের পদক্ষেপ

১. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি সৃষ্টি: ইসলাম মানুষের অন্তরে আল্লাহভীতি গড়ে তোলে। কারণ আইন মানুষকে আড়ালে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, কিন্তু তাকওয়া পারে।

আল্লাহ বলেন—

“নিশ্চয়ই আল্লাহ অশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করেছেন।”

— সূরা আন-নাহল: ৯০

২. অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকা: ইসলাম শুধু ব্যভিচার নয়, এর কাছাকাছি যাওয়াও নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ বলেন—

“তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না। নিশ্চয়ই এটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩২

অর্থাৎ পর্নোগ্রাফি, অশ্লীলতা, কুরুচিপূর্ণ আচরণ ও যৌন উত্তেজক পরিবেশ থেকেও দূরে থাকতে হবে।

৩. দৃষ্টি সংযমের শিক্ষা

আল্লাহ বলেন—

“মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে।”

— সূরা আন-নূর: ৩০

“মুমিন নারীদেরও বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করে।”

— সূরা আন-নূর: ৩১

৪. নারীকে সম্মান করার শিক্ষা

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করে।”

— জামে তিরমিজি

ইসলাম নারীকে ভোগের বস্তু নয়, বরং সম্মানিত মানুষ হিসেবে দেখতে শিক্ষা দেয়।

৫. দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক বিচার: বিচারহীনতা অপরাধ বাড়ায়। ইসলামে অপরাধীর দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার নির্দেশ রয়েছে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, তারা সম্মানিত লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত আর দুর্বল লোক চুরি করলে শাস্তি দিত।”

— সহিহ বুখারি

অর্থাৎ আইনের ক্ষেত্রে ধনী-গরিব, ক্ষমতাবান-দুর্বল সবার জন্য সমান বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

৬. পরিবারভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা : ইসলাম শিশুদের ছোটবেলা থেকেই চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে বলে।

রাসূল ﷺ বলেছেন—

“প্রত্যেক সন্তান ফিতরাতেই উপর জন্মগ্রহণ করে।”

— সহিহ মুসলিম

তাই পরিবারকে সন্তানদের নৈতিকতা, লজ্জাশীলতা ও ইসলামী আদর্শ শেখাতে হবে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি: বর্তমান প্রেক্ষাপট, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বর্তমান যুগ তথ্য ও প্রযুক্তির যুগ। স্মার্টফোন ও ইন্টারনেট মানুষের জীবনকে সহজ করেছে, কিন্তু এর অপব্যবহার সৃষ্টি করেছে নতুন এক সামাজিক ব্যাধি—সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তি। বিশেষ করে তরুণ সমাজ ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করে পড়াশোনা, পরিবার, ইবাদত ও বাস্তব জীবনের দায়িত্ব থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ইসলাম মানুষের সময়, চরিত্র ও মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব দিয়েছে এবং অপচয় ও অশ্লীলতা থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপট ও তথ্যভিত্তিক চিত্র

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়—

- তরুণদের একটি বড় অংশ প্রতিদিন ৪-৮ ঘণ্টা পর্যন্ত সামাজিক মাধ্যমে সময় ব্যয় করে।
- অতিরিক্ত ব্যবহার ঘুমের সমস্যা, উদ্বেগ, হতাশা ও মনোযোগ হ্রাসের কারণ হচ্ছে।
- শিক্ষার্থীদের ফলাফলে নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে।
- পরিবারে যোগাযোগ কমে যাচ্ছে এবং একাকীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- টিকটক ও শর্ট ভিডিও আসক্তির কারণে সময়ের অপচয় ভয়াবহভাবে বাড়ছে।

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটেও দেখা যায়, অনেক শিক্ষার্থী রাত জেগে রিলস, শর্টস ও অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট দেখে মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। ফলে নামাজ, পড়াশোনা, ঘুম ও পারিবারিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

ইসলাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সম্পর্কে কী বলে:

ইসলাম প্রযুক্তির বিরোধিতা করে না; বরং প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারকে উৎসাহিত করে। তবে সময় নষ্ট, গুনাহ, অশ্লীলতা ও অনর্থক কাজে ডুবে যাওয়াকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে।

সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«“শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।”

— সূরা আল-আসর: ১-২»

এই আয়াতে সময়ের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে। সময় নষ্ট করা একজন মুমিনের জন্য বড় ক্ষতির কারণ।

আরও বলা হয়েছে—

«“যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, তার পেছনে লেগো না।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩৬»

অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর বিষয়ে ডুবে থাকা ইসলাম সমর্থন করে না।

হাদিসে সময়ের মূল্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“দুটি নিয়ামত আছে, যাতে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত—সুস্থতা ও অবসর সময়।”

— সহিহ বুখারি»

আরও বলেছেন—

«“কিয়ামতের দিন মানুষকে তার সময় কোথায় ব্যয় করেছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— তিরমিজি»

এ থেকে বোঝা যায়, সময়ের সঠিক ব্যবহার ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসক্তির ক্ষতিকর দিক:

১. সময়ের অপচয়: ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রল করতে করতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ পিছিয়ে যায়।
২. ইবাদতে অবহেলা: নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির কমে যায়।
৩. মানসিক সমস্যা: অতিরিক্ত তুলনা, লাইক-কমেন্টের চিন্তা হতাশা ও আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।
৪. অশ্লীলতা ও গুনাহ: অনেক কনটেন্ট ইসলামবিরোধী ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী।
৫. পারিবারিক দূরত্ব: বাস্তব সম্পর্ক দুর্বল হয়ে ভার্চুয়াল সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়।

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ড. বিলাল ফিলিপস

তিনি বলেন, প্রযুক্তি একটি নিয়ামত; তবে এটি যদি মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাহলে তা ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

মুফতি মেনক

তিনি প্রায়ই বলেন, “সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করো, কিন্তু এটাকে তোমাকে ব্যবহার করতে দিও না।” অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণহীন ব্যবহার আত্মিক ক্ষতির কারণ।

নোমান আলী খান

তিনি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলেন, অনলাইনে অতিরিক্ত সময় ব্যয় কুরআনের সাথে সম্পর্ক দুর্বল করে দেয়।

ড. জাকির নায়েক

তিনি বলেন, প্রযুক্তিকে দাওয়াহ ও জ্ঞান অর্জনের জন্য ব্যবহার করা উচিত, বিনোদনের আসক্তির জন্য নয়।

ইসলামি পদ্ধতিতে আসক্তি কমানোর উপায়:

১. সময়ের হিসাব রাখা

প্রতিদিন কত ঘণ্টা সামাজিক মাধ্যমে ব্যয় হচ্ছে তা লিখে রাখা।

«“শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত।”

— সূরা আল-আসর: ১-২»

২. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ঠিক করা

নামাজ মানুষকে অশ্লীলতা ও অনর্থক কাজ থেকে বিরত রাখে।

[২:৪৩] আল বাকারা

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।

৩. কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির বৃদ্ধি

অন্তরকে প্রশান্ত রাখতে আল্লাহর স্মরণ সবচেয়ে কার্যকর।

৪. নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ

দিনে নির্দিষ্ট সীমিত সময় ছাড়া সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার না করা।

৫. অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ ও পেজ আনফলো করা

যেসব কনটেন্ট গুনাহ বা সময় নষ্টের কারণ, সেগুলো থেকে দূরে থাকা।

৬. ভালো বন্ধু ও পরিবেশ

ধর্মীয় ও ইতিবাচক বন্ধু মানুষকে ভালো কাজে উৎসাহ দেয়।

৭. অফলাইন কাজে ব্যস্ত থাকা

বই পড়া, খেলাধুলা, পরিবারকে সময় দেওয়া ও ইসলামি জ্ঞান অর্জন করা।

৮. ঘুমানোর আগে মোবাইল ব্যবহার বন্ধ

রাত জেগে স্ক্রল করার অভ্যাস কমাতে হবে।

«“মুমিন সেই ব্যক্তি, যে অনর্থক কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখে।”

— সূরা আল-মুমিনুন: ৩»

পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যাওয়া: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

মা-বাবা ও পরিবারের সঙ্গে তরুণদের দূরত্ব বাড়ছে। দুর্বল হচ্ছে পারিবারিক বন্ধন। তরুণদের একটা বড় সময় কাটছে সামাজিক মাধ্যমে বা ইন্টারনেটে। বর্তমান সময়ের তরুণেরা নিজেকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সন্তানের সঙ্গে দূরত্ব কমানোর দায়িত্ব অভিভাবকদেরই নিতে হবে।

প্রথম আলোর উদ্যোগে পরিচালিত তারুণ্য জরিপ-২০১৯-এ তরুণেরা পরিবারের সঙ্গে দূরত্ব বৃদ্ধি নিয়ে তাঁদের এই মতামত দিয়েছেন। ১ হাজার ২০০ তরুণের মধ্যে এই জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। তাঁদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর।

সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা অনেক দিন ধরেই পারিবারিক বন্ধন ও মূল্যবোধকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলে আসছেন। এখন দেখা যাচ্ছে, তরুণেরাও একই বিষয় নিয়ে চিন্তিত। তাঁরা মনে করছেন, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের মানসিক যোগাযোগ ক্রমেই কমে যাচ্ছে। প্রথম আলোর তারুণ্য জরিপ ২০১৯ অনুযায়ী, ৭৮ দশমিক ১ শতাংশ তরুণ মনে করেন, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব বাড়ছে। মা-বাবা দুজনই কর্মজীবী হলে সন্তানকে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। এ কারণেও দূরত্ব বাড়ছে বলে তরুণদের অনেকে মনে করেন।

তবে মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব বাড়ছে—তরুণদের মধ্যে এই ধারণা দুই বছর আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে। ২০১৭ সালে প্রথম আলোর তারুণ্য জরিপে অংশ নেওয়া ৮৫ দশমিক ৭ শতাংশ তরুণ বলেছিলেন, মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের দূরত্ব বাড়ছে।

মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, সন্তানেরা এখন নিজেদের সমস্যার কথা মা-বাবাকে আগের চেয়ে সহজে খুলে বলতে পারে, তবে এটি সব ক্ষেত্রে নয়। একান্ত ব্যক্তিপর্যায়ের আলোচনাগুলো সন্তানেরা এখনো বাইরে বন্ধুবান্ধব বা অন্য কারও সঙ্গে ভাগাভাগি করে। সন্তানের আবেগকে গুরুত্ব দিতে হবে, তাদের নিজস্ব পরিমণ্ডলে অভিভাবকদের

অংশ নিতে হবে। সন্তানদের সঙ্গে অভিভাবকদের একটি মানসিক যোগাযোগ থাকতে হয়।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের সাইকিয়াট্রি বিভাগের অধ্যাপক তাজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, তরুণদের সঙ্গে অভিভাবকদের দূরত্ব বাড়ছে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার দিক থেকে দুই পক্ষেরই ঘাটতি রয়েছে। তথাকথিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে খুব বেশি সামাজিক হতে গিয়ে অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে অনেকে।

জরিপে তরুণদের কাছে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের তিনটি প্রধান বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতে দেখা যায়, অভিভাবক ও পরিবারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো নিয়েই তরুণেরা বেশি উদ্বিগ্ন। এরপর রয়েছে জীবনের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থান নিয়ে উদ্বেগ।

জরিপে অংশ নেওয়া ৭৮ দশমিক ২ শতাংশ তরুণই মনে করেন, পারিবারিক বন্ধন দিন দিন দুর্বল হচ্ছে। আবার এই ধারণার সঙ্গে দ্বিমতও আছে। দ্বিমত পোষণ করেছেন ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ তরুণ। দ্বিমত পোষণকারী তরুণেরা বলছেন, চাকরি বা শিক্ষার জন্য তরুণদের অনেক সময় পরিবার থেকে দূরে থাকতে হয়। এ কারণে অনেকে ধারণা করেন, তরুণেরা পরিবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আদতে তা ঠিক নয়।

এবারের জরিপে বিশেষজ্ঞদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, মা-বাবা দুজনই চাকরিজীবী হলে সন্তান অভিভাবকের কাছ থেকে সময় ও মনোযোগ কম পায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে মা-বাবা নিজেরাও ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। এ ছাড়া শৃঙ্খলা ও পড়ালেখা নিয়ে অত্যধিক চাপ দেওয়ায় এবং সন্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারার কারণেও অভিভাবকদের সঙ্গে সন্তানদের দূরত্ব বাড়ছে। এর ফলে বঞ্চনা, মাদকে আসক্তি, অবসাদগ্রস্ততা, যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, সন্তানের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার, আচরণে পরিবর্তনের মতো বিষয়গুলোর

প্রতি অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে। সন্তানকে সঠিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিতে হবে।

জরিপে অংশ নেওয়া ৭২ দশমিক ২ শতাংশ তরুণ বলেছেন, পরিবারের সঙ্গে একত্রে থাকা নিয়ে তাঁরা উদ্বিগ্ন। দুই বছর আগেও তরুণদের মধ্যে পরিবারের সঙ্গে থাকা নিয়ে প্রায় একই রকম উদ্বেগ ছিল। ২০১৭ সালের জরিপে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ তরুণ এ বিষয়ে তাঁদের উদ্বেগ জানিয়েছিলেন।

তরুণদের অবসর কাটছে ইন্টারনেটে বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বার্তা আদান-প্রদান (চ্যাটিং) করে। জরিপে দেখা গেছে, ৫৩ দশমিক ৪ শতাংশ তরুণের অবসর কাটে ইন্টারনেটে। অবসরে ইন্টারনেটে ব্যস্ত থাকার প্রবণতা উচ্চশিক্ষিত তরুণদের মধ্যে বেশি, প্রায় ৭০ শতাংশ।

তরুণদের খেলাধুলা এবং শিক্ষা কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকাকে সামাজিক মাধ্যমের দিকে ঝোঁকার জন্য দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলছেন, ইন্টারনেট ও সামাজিক মাধ্যমকে দক্ষতা ও জ্ঞান বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তরুণেরা এটিকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার না করে সময়ের অপচয় করেন। এগুলোর অতিমাত্রায় ব্যবহার তরুণদের শিক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করে, শৃঙ্খলা ও মনোযোগ নষ্ট করে এবং অসামাজিক করে তোলে।

তবে তরুণদের একটা অংশ বলেছেন, তাঁরা ইন্টারনেটে শুধু কেবল সময় অপচয় করেন না, তাঁরা ইন্টারনেটে উৎপাদনশীল কাজও করেন। শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার কাজে, চাকরিপ্রার্থীদের চাকরি খুঁজে পেতে এবং পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের হালনাগাদ তথ্য পেতেও ইন্টারনেট সাহায্য করে।

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মেখলা সরকার প্রথম আলোকে বলেন, সন্তানের হাতে মুঠোফোন দেওয়ার ক্ষেত্রে সচেতন হতে হবে। সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকদের মানসিক যোগাযোগ বাড়াতে হবে, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে

তুলতে হবে। পরিবারের সঙ্গে বন্ধন জোরালো হলে তরুণদের মধ্যে অন্যান্য বিষয় নিয়ে উদ্বেগ কমবে

কেন পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হচ্ছে:

১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অতিরিক্ত আসক্তি

একই ঘরে বসে সবাই নিজ নিজ ফোনে ব্যস্ত থাকে। ফলে কথা বলা, অনুভূতি ভাগাভাগি ও সম্পর্কের উষ্ণতা কমে যায়।

২. ব্যস্ত জীবন ও সময়ের অভাব

চাকরি, পড়াশোনা ও অনলাইন ব্যস্ততায় পরিবারকে সময় দেওয়া কমে গেছে।

৩. ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিকতা

বর্তমানে “আমি” কেন্দ্রিক জীবনধারা বেড়ে যাওয়ায় পারিবারিক দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে।

৪. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

ইসলামী মূল্যবোধ কমে গেলে পরিবার ও আত্মীয়তার গুরুত্বও কমে যায়।

৫. অহংকার ও ক্ষমাহীনতা

ছোট ছোট বিষয় নিয়ে রাগ, অভিমান ও সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘটনা বাড়ছে।

৬. বিনোদনের পরিবর্তন

আগে পরিবার একসাথে সময় কাটাতো; এখন প্রত্যেকে আলাদা স্ক্রিনে ডুবে থাকে।

পরিবার সম্পর্কে ইসলামের গুরুত্ব:

কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“আর আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার কর, আত্মীয়-স্বজনের সাথেও।”

— সূরা আন-নিসা: ৩৬

আরও বলেন—

“তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করো না।”

— সূরা মুহাম্মদ: ২২-২৩

এই আয়াতগুলো পরিবার ও আত্মীয়তার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

হাদিসে পারিবারিক সম্পর্কের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি রিজিক বৃদ্ধি ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।”

— সহিহ বুখারি

আরও বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার পরিবারের কাছে উত্তম।”

— তিরমিজি

এই হাদিস পরিবারে সুন্দর আচরণ ও সম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব বোঝায়।

ইসলামী ঋণারদের মতামত

ইমাম গাজ্জালী

তিনি বলেন, পরিবার মানুষের চরিত্র গঠনের প্রথম বিদ্যালয়। পরিবার ভেঙে গেলে সমাজও দুর্বল হয়ে পড়ে।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “অনলাইনে হাজার বন্ধুর চেয়ে পরিবারের সাথে এক ঘণ্টা আন্তরিক সময় অনেক বেশি মূল্যবান।”

ড. ইয়াসির কাদি

তিনি বলেন, পরিবারকে সময় দেওয়া ইবাদতের অংশ, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হয়।

কিভাবে পারিবারিক বন্ধন শক্ত করা যায় (ইসলামী পদ্ধতি)

১. একসাথে নামাজ আদায় করা

জামাতে নামাজ পরিবারে আত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করে।

“তোমার পরিবারকে নামাজের আদেশ দাও।”

— সূরা ত্ব-হা: ১৩২

২. একসাথে খাওয়া ও সময় কাটানো

রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিবার নিয়ে বসে খাওয়ার উৎসাহ দিয়েছেন। এতে ভালোবাসা বাড়ে।

৩. আত্মীয়দের খোঁজখবর নেওয়া

ফোন, সাক্ষাৎ ও সহানুভূতির মাধ্যমে সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

৪. ক্ষমা ও ধৈর্য চর্চা করা

রাগ ও অহংকার সম্পর্ক নষ্ট করে। ইসলাম ক্ষমা করতে উৎসাহ দেয়।

“যারা রাগ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।”

— সূরা আলে ইমরান: ১৩৪

৫. মোবাইল ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা আনা

পরিবারের সাথে সময় কাটানোর সময় ফোন দূরে রাখা উচিত।

৬. পরিবারে ইসলামী পরিবেশ তৈরি করা

একসাথে কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামি আলোচনা ও দোয়া করলে সম্পর্ক মজবুত হয়।

৭. বাবা-মায়ের প্রতি সম্মান দেখানো

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তাদের প্রতি ‘উফ’ শব্দটিও বলো না।”

— সূরা আল-ইসরা: ২৩

৮. সন্তানদের সময় দেওয়া

সন্তানদের সাথে কথা বলা, খেলাধুলা করা ও মানসিক সমর্থন দেওয়া জরুরি।

বিবাহে অনাগ্রহ ও দেরি: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এটি মানুষের চরিত্র রক্ষা, মানসিক প্রশান্তি এবং সমাজকে পবিত্র রাখার অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু বর্তমান সমাজে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে বিয়েতে অনাগ্রহ ও অযথা দেরির প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে। উচ্চ চাহিদা, ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক মানসিকতা, অর্থনৈতিক ভয়, সামাজিক জটিলতা ও আধুনিক সংস্কৃতির প্রভাবে অনেকেই বিবাহকে পিছিয়ে দিচ্ছে। ফলে সমাজে নানা নৈতিক ও সামাজিক সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। ইসলাম সহজ ও দ্রুত বিবাহকে উৎসাহিত করেছে এবং জিনা ও অশ্লীলতা থেকে বাঁচার উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহকে ঘোষণা করেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিবাহে অনাগ্রহ ও দেরির চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- অনেক তরুণ-তরুণী ৩০ বছরের পরেও বিয়ে করতে অনাগ্রহী।
- ক্যারিয়ার ও আর্থিক স্থিতিশীলতার অজুহাতে বিয়ে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
- অতিরিক্ত মোহরানা, সামাজিক স্ট্যাটাস ও বিলাসী আয়োজন বিয়েকে কঠিন করছে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অবাস্তব জীবনধারা দেখে মানুষের প্রত্যাশা বেড়ে যাচ্ছে।
- অবৈধ সম্পর্ক ও অনলাইন আসক্তির কারণে বিবাহের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে।
- বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, দেরিতে বিয়ে করার কারণে মানসিক অস্থিরতা, একাকীত্ব, অবৈধ সম্পর্ক ও পারিবারিক সংকট বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন বিবাহে অনাগ্রহ ও দেরি হচ্ছে:

১. ক্যারিয়ার ও অর্থনৈতিক ভয়

অনেকে মনে করে চাকরি, বাড়ি বা বড় আয় ছাড়া বিয়ে করা সম্ভব নয়।

২. সামাজিক ও পারিবারিক জটিলতা

অতিরিক্ত খরচ, বড় অনুষ্ঠান ও সামাজিক মর্যাদার প্রতিযোগিতা বিয়েকে কঠিন করে তুলছে।

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

অনলাইনে অবাস্তব “পারফেক্ট লাইফ” দেখে মানুষ বাস্তব সম্পর্ক নিয়ে অতিরিক্ত প্রত্যাশা তৈরি করছে।

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধের দুর্বলতা

বিয়েকে ইবাদত ও সুন্নাহ হিসেবে না দেখে শুধু সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে দেখা হচ্ছে।

৫. অবৈধ সম্পর্কের সহজলভ্যতা

হারাম সম্পর্ক সহজ হওয়ায় অনেকেই বিবাহের প্রয়োজন অনুভব করে না।

৬. অতিরিক্ত শর্ত ও পছন্দ

রূপ, অর্থ, চাকরি ও স্ট্যাটাসকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার কারণে উপযুক্ত সম্পর্ক বিলম্বিত হচ্ছে।

কিভাবে সমাজে এর প্রভাব পড়ছে:

১. নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি

বিয়েতে দেরি হওয়ার ফলে অনেকেই হারাম সম্পর্কের দিকে ঝুঁকি পড়ে।

২. জিনা ও অশ্লীলতা বৃদ্ধি

ইসলাম যে পবিত্র সম্পর্কের শিক্ষা দেয়, তা দুর্বল হয়ে যায়।

৩. মানসিক অস্থিরতা

একাকীত্ব, হতাশা ও অনিরাপত্তা বাড়তে থাকে।

পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল হওয়া
বিবাহ কমে গেলে পরিবার ও সামাজিক বন্ধনও দুর্বল হয়।

ইসলামে দ্রুত বিয়ের গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত, তাদের বিয়ে সম্পন্ন করো।”

— সূরা আন-নূর: ৩২

এই আয়াতে আল্লাহ সমাজকে সহজে বিয়ের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।
আরও বলেন—

“আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই
সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।”

— সূরা আর-রুম: ২১

হাদিসে বিয়ের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিয়ে করে। কারণ এটি
দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম

আরও বলেছেন—

“বিবাহ আমার সুন্নাহ; যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ, সে আমার দলভুক্ত নয়।”

— ইবনে মাজাহ

এই হাদিসগুলো বিয়েকে চরিত্র রক্ষা ও সুন্নাহ পালনের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে তুলে ধরে।

বিয়ের ফজিলত:

১. দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ হয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“যে ব্যক্তি বিয়ে করল, সে তার দ্বীনের অর্ধেক পূর্ণ করল।”

— বায়হাকি

২. চরিত্র সংরক্ষণ হয়

বিয়ে মানুষকে হারাম সম্পর্ক ও অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করে।

৩. মানসিক প্রশান্তি আসে

স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসা ও সহযোগিতা জীবনে স্থিরতা আনে।

৪. নেক সন্তান লাভের সুযোগ

সুন্দর পরিবার ও দ্বীনি প্রজন্ম গড়ে ওঠে।

৫. সমাজে পবিত্রতা বজায় থাকে

বৈধ সম্পর্ক বৃদ্ধি পেলে সমাজে নৈতিকতা শক্তিশালী হয়।

জিনা থেকে বাঁচার উত্তম ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

“তোমরা জিনার কাছেও যেও না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩২

ইসলাম শুধু জিনা নিষিদ্ধ করেনি; বরং এর কাছাকাছি যাওয়ার পথও বন্ধ করতে বলেছে। তাই বিবাহকে বৈধ ও নিরাপদ পথ হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যুবকদের রোজা ও বিয়ের মাধ্যমে নফস নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা দিয়েছেন।

ইসলামী স্কলারদের মতামত:

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

তিনি বলেন, মানুষের প্রবৃত্তিকে হালাল পথে পরিচালিত করার সবচেয়ে নিরাপদ মাধ্যম হলো বিবাহ।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “আজকের সমাজে বিয়ে কঠিন আর হারাম সহজ হয়ে গেছে; অথচ ইসলামে বিয়ে সহজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।”

ড. জাকির নায়েক

তিনি বলেন, যুব সমাজকে জিনা থেকে রক্ষা করতে সহজ ও দ্রুত বিয়ের পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

কিভাবে বিয়েকে সহজ ও উৎসাহিত করা যায়:

১. দ্বীনদারিকে প্রাধান্য দেওয়া

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

“দ্বীনদার নারীকে অগ্রাধিকার দাও।”

— সহিহ বুখারি

২. কম খরচে বিয়ে করা

অতিরিক্ত আয়োজন ও অপচয় পরিহার করতে হবে।

৩. পরিবারকে সচেতন করা

অযথা দেরি ও অতিরিক্ত শর্ত কমাতে হবে।

৪. হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকা

চোখ ও অন্তরকে হেফাজত করতে হবে।

৫. আল্লাহর উপর ভরসা করা

আল্লাহ তাআলা রিজিকের দায়িত্ব নিয়েছেন।

“যদি তারা দরিদ্র হয়, আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের অভাবমুক্ত করবেন।”

— সূরা আন-নূর: ৩২

বিবাহে অনাগ্রহ ও অযথা দেরি বর্তমান সমাজের একটি বড় সমস্যা। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয়, জিনা, মানসিক অস্থিরতা ও পারিবারিক দুর্বলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম সহজ, পবিত্র ও দ্রুত বিবাহকে উৎসাহিত করেছে এবং এটিকে চরিত্র রক্ষা ও সমাজকে নিরাপদ রাখার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিকে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী সহজ বিয়ের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

“আর যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে, তারাই সফলকাম।”

— সূরা আল-মুমিনুন: ৫

পরকীয়া ও তালাক বৃদ্ধি: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বর্তমান সমাজে পরকীয়া ও তালাকের ঘটনা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার, সন্তান এবং সমাজের স্থিতিশীলতা আজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে বিশ্বাস, দায়িত্ববোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ কমে যাওয়ার ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, অবাধ মেলামেশা, অশ্লীলতা ও আত্মকেন্দ্রিক জীবনধারা এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলছে। ইসলাম পরিবারকে রক্ষা, বৈধ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং বিবাহকে সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরকীয়া ও তালাক বৃদ্ধির চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- দাম্পত্য জীবনে ধৈর্য ও সহনশীলতা কমে যাচ্ছে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গোপন সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে।
- ছোট ছোট বিষয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ বেড়ে যাচ্ছে।
- সন্তানরা ভাঙা পরিবারের কারণে মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশ্বাস ও আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, অনলাইন যোগাযোগ, মানসিক দূরত্ব ও পারিবারিক অবহেলা অনেক ক্ষেত্রে পরকীয়ার পথ তৈরি করেছে। এর পরিণতিতে তালাক বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পরিবার ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ছে।

কেন পরকীয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে:

১. ধর্মীয় মূল্যবোধের অভাব

আল্লাহভীতি ও আখিরাতে জবাবদিহিতা কমে গেলে মানুষ হারাম সম্পর্কের দিকে ঝুঁকি পড়ে।

২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার

ফেসবুক, ইনবক্স, গোপন চ্যাট ও অনলাইন যোগাযোগ অনেক সময় অবৈধ সম্পর্কের সূচনা করে।

৩. দাম্পত্য জীবনে অবহেলা

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সময়, ভালোবাসা ও যোগাযোগ কমে গেলে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়।

৪. অশ্লীলতা ও হারাম কনটেন্ট

সিনেমা, সিরিজ ও অশ্লীল কনটেন্ট মানুষের চিন্তা ও চরিত্রকে প্রভাবিত করে।

৫. অতিরিক্ত স্বাধীনতা ও সীমাহীন মেলামেশা

ইসলামী সীমারেখা উপেক্ষা করলে ফিতনা বৃদ্ধি পায়।

৬. ধৈর্য ও আত্মসংযমের অভাব

তাৎক্ষণিক আবেগ ও প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ না থাকলে মানুষ ভুল পথে চলে যায়।

কেন তালাক বৃদ্ধি পাচ্ছে

১. পারস্পরিক সম্মান কমে যাওয়া

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্মান ও বোঝাপড়া কমে গেলে সম্পর্ক দুর্বল হয়।

২. অহংকার ও ইগো সমস্যা

ক্ষমা ও ছাড় দেওয়ার মানসিকতা না থাকলে ছোট সমস্যা বড় হয়ে যায়।

৩. পরিবারে ইসলামি পরিবেশের অভাব

ইবাদত, দোয়া ও দ্বীনি চর্চা কমে গেলে সম্পর্কের বরকত কমে যায়।

৪. আর্থিক ও মানসিক চাপ

অর্থনৈতিক সমস্যা ও মানসিক অস্থিরতা সম্পর্কে প্রভাবিত করে।

৫. অবৈধ সম্পর্ক ও সন্দেহ

পরকীয়া ও অবিশ্বাস দাম্পত্য জীবনের সবচেয়ে বড় ধ্বংসের কারণগুলোর একটি।

৬. তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত

রাগের মাথায় তালাকের সিদ্ধান্ত নেওয়া অনেক পরিবার ধ্বংস করেছে।

ইসলামে বিবাহ ও পরিবার রক্ষার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«আর তাঁর নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।»

— সূরা আর-রুম: ২১»

এই আয়াতে বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে শান্তি, ভালোবাসা ও দয়ার কথা বলা হয়েছে।

আরও বলেন—

«“তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবনযাপন কর।”

— সূরা আন-নিসা: ১৯»

জিনা ও পরকীয়া সম্পর্কে ইসলামের সতর্কতা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«“তোমরা জিনার কাছেও যেও না; নিশ্চয় এটি অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।”

— সূরা আল-ইসরা: ৩২»

ইসলাম শুধু জিনা হারাম করেনি; বরং যেসব কাজ জিনার দিকে নিয়ে যায়, সেগুলো থেকেও দূরে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে।

চোখের হেফাজতের নির্দেশ

«“মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে।”

— সূরা আন-নূর: ৩০»

«“মুমিন নারীদের বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে।”

— সূরা আন-নূর: ৩১»

হাদিসে দাম্পত্য সম্পর্কের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”
— তিরমিজি»

আরও বলেছেন—

«“কোনো মুমিন পুরুষ যেন মুমিন নারীকে ঘৃণা না করে; তার একটি স্বভাব অপছন্দ হলে অন্য স্বভাব পছন্দ হবে।”
— সহিহ মুসলিম»

এই হাদিস ধৈর্য, সহনশীলতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির শিক্ষা দেয়।

তালাক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে প্রয়োজন হলে তালাক বৈধ; তবে এটি অপছন্দনীয় বিষয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“হালাল জিনিসগুলোর মধ্যে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় হলো তালাক।”
— আবু দাউদ»

অর্থাৎ ইসলাম সম্পর্ক রক্ষা ও সমাধানের চেষ্টা করতে উৎসাহিত করে।

ইসলামী ঙ্গলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম

তিনি বলেন, পরিবার ধ্বংস হলে সমাজের নৈতিক ভিত্তিও দুর্বল হয়ে যায়।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “আজ মানুষ অনলাইনে অপরিচিতদের সময় দেয়, কিন্তু নিজের পরিবারকে সময় দিতে ভুলে যায়।”

ড. ইয়াসির কাদি

তিনি বলেন, সফল দাম্পত্য জীবনের মূল হলো তাকওয়া, যোগাযোগ ও ধৈর্য।

কিভাবে পরকীয়া ও তালাক কমানো যায় (ইসলামী সমাধান)

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া বৃদ্ধি

আখিরাতের জবাবদিহিতা স্মরণ করলে মানুষ হারাম সম্পর্ক থেকে দূরে থাকে।

২. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সময় ও যোগাযোগ বৃদ্ধি

পরস্পরের কথা শোনা ও অনুভূতি বোঝা জরুরি।

৩. চোখ ও অন্তরের হেফাজত

অশ্লীলতা ও হারাম কনটেন্ট থেকে দূরে থাকতে হবে।

৪. পরিবারে ইসলামি পরিবেশ তৈরি

একসাথে নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া সম্পর্কে মজবুত করে।

৫. রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমা করা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে কুস্তিতে জয়ী হয়; বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে।”

— সহিহ বুখারি»

৬. সমস্যায় সালিশ ও পরামর্শ নেওয়া

পরিবারের বড়দের মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করা উচিত।

«“তোমরা একজন সালিশ পুরুষের পরিবার থেকে এবং একজন সালিশ নারীর পরিবার থেকে নিযুক্ত কর।”

— সূরা আন-নিসা: ৩৫»

৭. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা

গোপন সম্পর্ক ও অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ থেকে দূরে থাকতে হবে।

পরকীয়া ও তালাক বৃদ্ধি বর্তমান সমাজের একটি ভয়াবহ সামাজিক সংকট। এর ফলে পরিবার, সন্তান ও সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলাম পরিবারকে ভালোবাসা, দায়িত্ব, বিশ্বস্ততা ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে শিক্ষা দেয়। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চা,

পারস্পরিক সম্মান, ধৈর্য ও আত্মসংযমের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও স্থায়ী পরিবার গড়ে তোলা সম্ভব।

«“আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের সহযোগী।”

— সূরা আত-তাওবা: ৭১»

আত্মহত্যা বৃদ্ধির কারণ: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে আত্মহত্যা একটি ভয়াবহ সামাজিক ও মানবিক সংকটে পরিণত হয়েছে। হতাশা, একাকীত্ব, মানসিক চাপ, পারিবারিক অশান্তি, অর্থনৈতিক সংকট এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের দুর্বলতার কারণে বহু মানুষ জীবনের প্রতি আশা হারিয়ে ফেলছে। বিশেষ করে তরুণ সমাজের মধ্যে এই প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। ইসলাম মানুষের জীবনকে মহান আমানত হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং আত্মহত্যাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। একই সাথে ইসলাম ধৈর্য, আশা, দোয়া ও আল্লাহর উপর ভরসার মাধ্যমে সংকট মোকাবেলার শিক্ষা দেয়।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে আত্মহত্যা বৃদ্ধির চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- তরুণদের মধ্যে হতাশা ও একাকীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তুলনা ও মানসিক চাপ বাড়ছে।
- পারিবারিক ভাঙন ও সম্পর্কের দূরত্ব মানুষকে দুর্বল করে দিচ্ছে।
- পড়াশোনা, চাকরি ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা বাড়ছে।
- অনেক মানুষ নিজের কষ্ট প্রকাশ করার নিরাপদ পরিবেশ পাচ্ছে না।

বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় দেখা যায়, মানসিক চাপ, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং উদ্দেশ্যহীন জীবনবোধ আত্মহত্যার প্রবণতা বৃদ্ধির বড় কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়ার্ল্ড মেন্টাল হেলথ টুডে প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর প্রায় ৭ লাখ মানুষ আত্মহত্যা করে, যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশই ঘটে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে

- বিশ্বে প্রতি ১০০টি মৃত্যুর মধ্যে ১টিরও বেশি মৃত্যুর কারণ আত্মহত্যা
- বৈশ্বিক পরিসংখ্যান ও প্রবণতামোট মৃত্যু: বছরে আনুমানিক ৭১৭,০০০ জন, যা প্রতি ১,০০,০০০ মানুষে ৯.১ জন
- বয়সভিত্তিক: তরুণ ও যুবকদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি।
- লিঙ্গভিত্তিক: নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। কারণসমূহ: মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা (যেমন- বিষণ্ণতা), দারিদ্র্য, সামাজিক চাপ এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা
- ভৌগোলিক অবস্থান ও ঝুঁকিআয়ের ওপর প্রভাব: নিম্ন ও নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশগুলোতে প্রায় ৭৫% আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে

বাংলাদেশ প্রেক্ষিত: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পূর্ববর্তী প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বে আত্মহত্যার হারে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল দশম। বাংলাদেশে প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩৫ জন মানুষ আত্মহত্যা করে থাকে

কেন আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে:

১. আল্লাহর উপর ভরসা কমে যাওয়া

মানুষ যখন মনে করে তার সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নেই, তখন হতাশা বাড়ে।

২. মানসিক চাপ ও হতাশা

শিক্ষা, ক্যারিয়ার, সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা মানুষকে ভেঙে দেয়।

৩. একাকীত্ব ও পারিবারিক দূরত্ব

পরিবার ও বন্ধুদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক কমে গেলে মানুষ নিজেকে অসহায় মনে করে।

৪. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব

অন্যের “সফল জীবন” দেখে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করা হতাশা বাড়ায়।

৫. ধর্মীয় চর্চার অভাব

নামাজ, কুরআন ও আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে গেলে অন্তরের প্রশান্তি কমে যায়।

৬. অপমান, ব্যর্থতা ও আবেগ নিয়ন্ত্রণের অভাব

অনেকেই সাময়িক কষ্টকে স্থায়ী সমস্যা মনে করে ভুল সিদ্ধান্ত নেয়।

ইসলামে জীবনের গুরুত্ব:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“তোমরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।”

— সূরা আন-নিসা: ২৯»

আরও বলেন—

«وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ۚ

“তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে নিক্ষেপ করো না।”

— সূরা আল-বাকার: ১৯৫»

এই আয়াতগুলো মানুষের জীবন রক্ষার গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

হতাশা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ

“তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।”

— সূরা আয-যুমার: ৫৩»

আরও বলেন—

«فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।”

— সূরা আশ-শারহ: ৫-৬»

এই আয়াত মানুষকে আশা ও ধৈর্যের শিক্ষা দেয়।

হাদিসে আত্মহত্যার কঠোর নিষেধাজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“যে ব্যক্তি যে বস্তু দিয়ে নিজেকে হত্যা করবে, কিয়ামতের দিন তাকে সেই বস্তু দিয়েই শাস্তি দেওয়া হবে।”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম»

আরও বলেছেন—

«عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ»

“মুমিনের অবস্থা আশ্চর্যজনক; তার প্রতিটি অবস্থাই কল্যাণকর।”

— সহিহ মুসলিম»

এই হাদিস ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসার গুরুত্ব বোঝায়।

ইসলামে ধৈর্য ও আশা:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ১৫৩»

আরও বলেন—

«وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»

“ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ৪৫»

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাইয়িম

তিনি বলেন, অন্তরের প্রকৃত প্রশান্তি কেবল আল্লাহর স্মরণেই পাওয়া যায়।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “কোনো কষ্টই স্থায়ী নয়; তাই হতাশ হয়ে নিজের জীবন নষ্ট করা কখনো সমাধান হতে পারে না।”

ড. ওমর সুলাইমান

তিনি বলেন, মানুষকে তার কষ্ট একা বহন না করে পরিবার, বন্ধু ও আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

আত্মহত্যা প্রতিরোধে ইসলামী সমাধান

১. পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও দোয়া

নামাজ মানুষের অন্তরকে শক্তিশালী ও প্রশান্ত করে।

২. কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির

আল্লাহ বলেন—

«أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ»

“জেনে রাখো, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়।”

— সূরা আর-রা'দ: ২৮»

৩. পরিবার ও বন্ধুদের সহযোগিতা

কষ্টের সময় একা না থেকে বিশ্বস্ত মানুষের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ।

৪. ধৈর্য ও ইতিবাচক চিন্তা

মুমিন কখনো আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না।

৫. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সীমিত করা

অতিরিক্ত তুলনা ও নেতিবাচক কনটেন্ট মানসিক চাপ বাড়াতে পারে।

৬. আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করা

আল্লাহর পরিকল্পনার উপর বিশ্বাস রাখা ঈমানের অংশ।

আত্মহত্যা কোনো সমস্যার সমাধান নয়; বরং এটি একটি ভয়াবহ ভুল সিদ্ধান্ত। ইসলাম মানুষকে জীবনকে মূল্য দিতে, ধৈর্য ধারণ করতে এবং আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা রাখতে শিক্ষা দেয়। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে মানসিক সহায়তা, ধর্মীয় শিক্ষা ও মানবিক সম্পর্ক শক্তিশালী করার মাধ্যমে আত্মহত্যা প্রতিরোধে কাজ করতে হবে।

«لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»

“আল্লাহ কোনো প্রাণকে তার সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ২৮৬»

নামাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

নামাজ ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ এবং একজন মুমিনের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এটি মানুষকে আল্লাহর সাথে সংযুক্ত রাখে, পাপ থেকে দূরে রাখে এবং আত্মিক প্রশান্তি দান করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে নামাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দুনিয়ামুখী ব্যস্ততা, প্রযুক্তির অপব্যবহার, গুনাহের পরিবেশ এবং ধর্মীয় সচেতনতার অভাবের কারণে মানুষ ধীরে ধীরে নামাজের গুরুত্ব ভুলে যাচ্ছে। ইসলাম নামাজকে ঈমানের নিদর্শন এবং সফলতার মূল চাবিকাঠি হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে নামাজ থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- অনেক মানুষ নিয়মিত নামাজ আদায় করে না।
- মোবাইল, গেম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সময় কাটিয়ে নামাজ বিলম্বিত করা হয়।
- ফজরের নামাজ বিশেষভাবে অবহেলিত হচ্ছে।
- দুনিয়াবি ব্যস্ততাকে ইবাদতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।
- তরুণ সমাজের একটি অংশ নামাজকে “পরবর্তীতে শুরু করবো” ভেবে পিছিয়ে দিচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, ধর্মীয় চর্চা কমে গেলে মানুষ মানসিক অস্থিরতা, হতাশা ও নৈতিক দুর্বলতার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ে।

কেন মানুষ নামাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে

১. দুনিয়ামুখী ব্যস্ততা

পড়াশোনা, চাকরি, ব্যবসা ও বিনোদনের চাপে মানুষ ইবাদতের সময় কমিয়ে দিচ্ছে।

২. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও প্রযুক্তির আসক্তি

ঘন্টার পর ঘন্টা মোবাইল ব্যবহার করলেও নামাজের জন্য কয়েক মিনিট সময় বের করতে কষ্ট হয়।

৩. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

নামাজের গুরুত্ব ও পরকালের জবাবদিহিতা সম্পর্কে সচেতনতা কমে যাচ্ছে।

৪. গুনাহ ও খারাপ পরিবেশ

অতিরিক্ত গুনাহ অন্তরকে কঠিন করে দেয়, ফলে ইবাদতে আগ্রহ কমে যায়।

৫. অলসতা ও শয়তানের প্ররোচনা

শয়তান মানুষকে নামাজ থেকে গাফেল রাখতে চেষ্টা করে।

৬. পরিবারে ইসলামী পরিবেশের অভাব

বাবা-মা ও পরিবার নামাজে গুরুত্ব না দিলে সন্তানরাও দূরে সরে যায়।

নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে কুরআনের নির্দেশ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ»

“তোমরা নামাজ প্রতিষ্ঠা কর।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ৪৩»

আরও বলেন—

«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»

“নিশ্চয়ই নামাজ অশ্লীলতা ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে।”

— সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫»

এই আয়াত প্রমাণ করে যে নামাজ মানুষের চরিত্র ও জীবনকে সুন্দর করে।

নামাজ ত্যাগ সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ»

“দুর্ভোগ সেই নামাজীদের জন্য, যারা তাদের নামাজ সম্পর্কে উদাসীন।”

— সূরা আল-মাদীন: ৪-৫»

আরও বলেন—

«فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ»

“তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এলো, যারা নামাজ নষ্ট করল এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।”

— সূরা মারইয়াম: ৫৯»

হাদিসে নামাজের গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ»

“আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো নামাজ; যে এটি ত্যাগ করল, সে কুফরি করল।”

— তিরমিজি»

আরও বলেছেন—

«أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ»

“কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাজের হিসাব নেওয়া হবে।”

— তিরমিজি»

নামাজের ফজিলত

১. অন্তরের প্রশান্তি লাভ

নামাজ মানুষকে মানসিক শান্তি দেয়।

২. গুনাহ মাফ হয়

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ গুনাহ মুছে দেয়।”

— সহিহ মুসলিম»

৩. জান্নাত লাভের মাধ্যম

নিয়মিত নামাজ জান্নাতে যাওয়ার অন্যতম পথ।

৪. শয়তান থেকে সুরক্ষা

নামাজ মানুষকে গুনাহ ও কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা করে।

৫. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন

সিজদা বান্দাকে আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী করে।

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল

তিনি বলেন, নামাজ ত্যাগ করা মানুষের ঈমানের জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ বিষয়।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি নামাজ হারায়, সে তার জীবনের বরকতও হারায়।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “আপনি যত দূরেই চলে যান না কেন, নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ফিরে আসা সম্ভব।”

কিভাবে নামাজে ফিরে আসা যায়

১. নামাজকে জীবনের প্রথম অগ্রাধিকার করা

দুনিয়ার কাজের আগে ইবাদতের গুরুত্ব দিতে হবে।

২. আজান শুনেই দ্রুত মসজিদে যাওয়া

বিশেষ করে পুরুষদের জামাতে নামাজের অভ্যাস করা উচিত।

৩. মোবাইল ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সীমিত করা

অপ্রয়োজনীয় স্ক্রলিং কমিয়ে ইবাদতে সময় দিতে হবে।

৪. ভালো বন্ধু নির্বাচন করা

দীনদার বন্ধু নামাজে উৎসাহ দেয়।

৫. কুরআন তিলাওয়াত ও দোয়া বৃদ্ধি

আল্লাহর কাছে হিদায়াত ও ইবাদতের তাওফিক চাইতে হবে।

৬. ছোট থেকে অভ্যাস গড়ে তোলা

ধীরে ধীরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের রুটিন তৈরি করতে হবে।

নামাজ থেকে দূরে সরে যাওয়া বর্তমান সমাজের একটি বড় আত্মিক সংকট। এর ফলে মানুষ গুনাহ, হতাশা ও অশান্তির দিকে ধাবিত হচ্ছে। ইসলাম নামাজকে ঈমানের স্তম্ভ, সফলতার চাবিকাঠি এবং অন্তরের প্রশান্তির উৎস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই ব্যক্তি,

পরিবার ও সমাজকে নামাজের গুরুত্ব উপলব্ধি করে নিয়মিত ইবাদতের পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

«قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾»

“নিশ্চয়ই মুমিনরা সফলকাম, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।”

— সূরা আল-মুমিনুন: ১-২»

হারাম উপার্জনের প্রসার: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বর্তমান সমাজে হারাম উপার্জনের প্রসার একটি ভয়াবহ নৈতিক ও সামাজিক সংকটে পরিণত হয়েছে। মানুষ দ্রুত ধনী হওয়ার লোভে ঘুষ, সুদ, প্রতারণা, দুর্নীতি, জালিয়াতি, ওজন কম দেওয়া, অনৈতিক ব্যবসা এবং অন্যের হক নষ্ট করার মতো কাজে জড়িয়ে পড়ছে। অনেকেই হালাল-হারামের পার্থক্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ থেকে বরকত ও শান্তি কমে যাচ্ছে। ইসলাম হালাল রিজিককে ইবাদতের অংশ এবং হারাম উপার্জনকে বড় গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে হারাম উপার্জনের চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- ঘুষ ও দুর্নীতি অনেক জায়গায় স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
- সুদভিত্তিক লেনদেন দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- অনলাইনে প্রতারণা ও জালিয়াতি বাড়ছে।
- ব্যবসায় মিথ্যা প্রচার ও প্রতারণা করা হচ্ছে।
- অন্যের অধিকার নষ্ট করে সম্পদ অর্জনের প্রবণতা বাড়ছে।

বিভিন্ন সামাজিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, হারাম উপার্জনের কারণে সমাজে অবিশ্বাস, অশান্তি ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন হারাম উপার্জন বৃদ্ধি পাচ্ছে:

১. আল্লাহভীতি কমে যাওয়া

আখিরাতের জবাবদিহিতা ভুলে গেলে মানুষ সহজেই অন্যায় পথে চলে যায়।

২. দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ

অল্প সময়ে বড়লোক হওয়ার প্রবণতা মানুষকে হারাম পথে ঠেলে দেয়।

৩. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

হালাল-হারামের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা কমে যাচ্ছে।

৪. সামাজিক প্রতিযোগিতা

বিলাসী জীবনযাপন ও স্ট্যাটাস দেখানোর প্রবণতা মানুষকে অন্যায় আয়ের দিকে নিয়ে যায়।

৫. দুর্নীতিগ্রস্ত পরিবেশ

সমাজে অন্যায় স্বাভাবিক হয়ে গেলে মানুষ হারামকে সহজভাবে নিতে শুরু করে।

৬. সুদ ও অবৈধ ব্যবসার সহজলভ্যতা

অনেকেই লাভের জন্য ইসলামী বিধান উপেক্ষা করে।

হারাম উপার্জনের ক্ষতিকর প্রভাব

ব্যক্তিগত জীবনে অশান্তি

হারাম সম্পদ বাহ্যিক সুখ দিলেও অন্তরে শান্তি দেয় না।

ইবাদতের প্রভাব কমে যায়

হারাম খাদ্য ও উপার্জন ইবাদতের বরকত নষ্ট করে।

পরিবারে অশান্তি বৃদ্ধি

হারাম সম্পদের প্রভাব পরিবার ও সন্তানদের উপরও পড়ে।

সমাজে দুর্নীতি ছড়িয়ে পড়ে

মানুষের অধিকার নষ্ট হয় এবং সামাজিক ন্যায়বিচার দুর্বল হয়।

কুরআনে হারাম উপার্জন সম্পর্কে সতর্কতা:

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ»

“তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৮»

আরও বলেন—

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا»

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে তা ছেড়ে দাও।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৮»

সুদ সম্পর্কে কঠোর সতর্কতা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

“তবে জেনে রাখো, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হলো।”

— সূরা আল-বাকারাহ: ২৭৯»

এই আয়াত সুদের ভয়াবহতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

হাদিসে হারাম উপার্জনের ভয়াবহতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

“নিশ্চয়ই আল্লাহ পবিত্র, তিনি শুধুমাত্র পবিত্র জিনিসই গ্রহণ করেন।”

— সহিহ মুসলিম»

আরও বলেছেন—

«كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أُولَىٰ بِهِ

“যে দেহ হারাম উপার্জনে গঠিত হয়েছে, জাহান্নাম তার জন্য অধিক উপযুক্ত।”

— তিরমিজি»

ঘুষ সম্পর্কে হাদিস

«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

“রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের উপর লানত করেছেন।”
— আবু দাউদ»

হালাল উপার্জনের ফজিলত:

১. ইবাদতে বরকত আসে

হালাল রিজিক দোয়া ও ইবাদত কবুলের মাধ্যম হয়।

২. পরিবারে শান্তি আসে

হালাল খাদ্য ও উপার্জন পরিবারে বরকত আনে।

৩. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়

সৎ পথে উপার্জন করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

৪. সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়

হালাল ব্যবসা মানুষের অধিকার রক্ষা করে।

ইসলামী স্কলারদের মতামত:

ইমাম নববী

তিনি বলেন, হালাল উপার্জন গ্রহণ করা প্রতিটি মুসলমানের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

ইমাম ইবনে কাইয়িম

তিনি বলেন, হারাম উপার্জন মানুষের অন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে দেয়।

মুফতি তাকি উসমানি

তিনি বলেন, সুদভিত্তিক অর্থনীতি মানুষের নৈতিকতা ও সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে।

হারাম উপার্জন থেকে বাঁচার ইসলামী উপায়:

১. আল্লাহভীতি ও তাকওয়া বৃদ্ধি

আখিরাতের হিসাব স্মরণ করলে মানুষ অন্যায় থেকে দূরে থাকে।

২. হালাল-হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন

ব্যবসা ও লেনদেনে ইসলামী বিধান জানা জরুরি।

৩. অল্পে সন্তুষ্ট থাকা

লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৪. সততা ও আমানতদারিতা বজায় রাখা

রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন “আল-আমিন” বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি।

৫. সুদ ও প্রতারণা থেকে দূরে থাকা

হালাল বিকল্প গ্রহণ করতে হবে।

৬. দোয়া ও তাওয়াক্কুল করা

রিজিকের মালিক আল্লাহ—এই বিশ্বাস রাখতে হবে।

হারাম উপার্জনের প্রসার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের জন্য বড় ধ্বংসের কারণ। এটি মানুষের অন্তর থেকে শান্তি ও জীবনের বরকত দূর করে দেয়। ইসলাম হালাল উপার্জনকে ইবাদত এবং হারাম উপার্জনকে ভয়াবহ গুনাহ হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাই ব্যক্তি ও সমাজকে সততা, তাকওয়া ও ইসলামী অর্থনৈতিক নীতির দিকে ফিরে আসতে হবে।

«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ»

“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরি করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিজিক দেন যা সে কল্পনাও করে না।”

— সূরা আত-তালাক: ২-৩»

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্ম চর্চা: বাস্তবতা, সমস্যা ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

ভূমিকা

ধর্মীয় চর্চা মানুষের জীবনে শান্তি, নৈতিকতা ও সঠিক পথের দিশা দেয়। কিন্তু ইসলামে ইবাদত ও ধর্মচর্চা শুধুমাত্র আবেগ বা অভ্যাসের ভিত্তিতে নয়; বরং সঠিক জ্ঞান (ইলম) এর উপর ভিত্তি করে হতে হয়। বর্তমানে অনেক মানুষ ইসলামী জ্ঞান অর্জন না করেই ধর্ম পালন করছে—যা অনেক সময় ভুল ধারণা, বিদআত, কুসংস্কার ও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়। ইসলাম জ্ঞানকে ইবাদতের পূর্বশর্ত হিসেবে গুরুত্ব দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্মচর্চার চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- অনেকে কুরআন-হাদিস না বুঝে শুধুমাত্র অভ্যাসগতভাবে ইবাদত করছে।
- সামাজিক মাধ্যম থেকে ভুল ধর্মীয় তথ্য অনুসরণ করা হচ্ছে।
- বিদআত ও কুসংস্কারকে ইসলাম মনে করে পালন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন গুজব বা অপ্রমাণিত কথাকে দ্বীনি বিধান মনে করা হচ্ছে।
- দাওয়াহ বা ফতোয়া জ্ঞান ছাড়া দেওয়া হচ্ছে।

ফলে অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিভ্রান্তি ও ভুল আমল বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কেন ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্মচর্চা হচ্ছে

১. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

অনেক মানুষ মৌলিক দ্বীনি শিক্ষা ছাড়াই বড় হয়ে যাচ্ছে।

২. সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

ইউটিউব, ফেসবুক ও শর্ট ভিডিও থেকে অসম্পূর্ণ ধর্মীয় জ্ঞান নেওয়া হচ্ছে।

৩. অন্ধ অনুসরণ (Blind Following)

যাচাই ছাড়া কারও কথা বা রীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

৪. সময় ও আগ্রহের অভাব

নিয়মিত ইসলামী বই ও আলেমদের থেকে জ্ঞান অর্জনের আগ্রহ কম।

৫. জ্ঞানকে গুরুত্ব না দেওয়া

ইবাদতকে শুধু কাজ হিসেবে দেখা হচ্ছে, জ্ঞানকে ভিত্তি হিসেবে নয়।

ইসলামে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»

“তুমি জেনে নাও, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।”

— সূরা মুহাম্মদ: ১৯»

এই আয়াতে “জেনে নাও” শব্দটি দ্বারা জ্ঞানকে প্রথম শর্ত হিসেবে রাখা হয়েছে।

আরও বলেন—

«قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ»

“যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?”

— সূরা আয-যুমার: ৯»

হাদিসে জ্ঞানের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।”

— ইবনে মাজাহ»

আরও বলেছেন—

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

“আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।”

— সহিহ বুখারি»

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্মচর্চার সমস্যা

১. ভুল আমল

জ্ঞান ছাড়া ইবাদত করলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২. বিদআতের প্রসার

নতুন নতুন ধর্মীয় রীতি তৈরি হয়ে যায় যা ইসলামে নেই।

৩. কুসংস্কার বৃদ্ধি

অযৌক্তিক বিশ্বাস ও শিরকের দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে।

৪. বিভ্রান্তি

কোনটি সঠিক আর কোনটি ভুল তা আলাদা করা কঠিন হয়।

৫. ইবাদতের বরকত কমে যাওয়া

সঠিক নিয়ম ছাড়া ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা কমে যেতে পারে।

ইসলামী ঋলারদের মতামত:

ইমাম মালিক

তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি জ্ঞান ছাড়া ইবাদত করে, সে নিজের ধ্বংসের পথ তৈরি করে।”

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

তিনি বলেন, ইলম ছাড়া ধর্ম পালন মানুষকে সহজেই ভুল পথে নিয়ে যায়।

ইমাম শাফিঈ

তিনি বলেন, “জ্ঞান ছাড়া আমল অন্ধকারের মতো।”

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “সঠিক জ্ঞান ছাড়া ধর্ম পালন মানুষকে সঠিক পথে রাখে না; বরং বিভ্রান্ত করে।”

ইসলামে সঠিক ধর্মচর্চার মূলনীতি

১. সহিহ জ্ঞান অর্জন করা

কুরআন ও সহিহ হাদিসের ভিত্তিতে ধর্ম শেখা।

২. আলেমদের অনুসরণ করা

যোগ্য ইসলামী পণ্ডিতদের থেকে শিক্ষা নেওয়া।

«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ»

“যদি তোমরা না জানো, তবে জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো।”

— সূরা আন-নাহল: ৪৩»

৩. যাচাই ছাড়া তথ্য গ্রহণ না করা

বিশেষ করে সামাজিক মাধ্যমের তথ্য।

৪. ধারাবাহিক শিক্ষা গ্রহণ

নিয়মিত কুরআন, হাদিস ও ফিকহ শিক্ষা করা।

৫. আমল ও জ্ঞান একসাথে রাখা

জ্ঞান ছাড়া আমল এবং আমল ছাড়া জ্ঞান—দুটিই অসম্পূর্ণ।

ইসলামী জ্ঞান ছাড়া ধর্মচর্চা মানুষকে সহজেই ভুল, বিদআত ও বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে। ইসলাম স্পষ্টভাবে জ্ঞানকে ইবাদতের ভিত্তি হিসেবে নির্ধারণ করেছে। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত সহিহ জ্ঞান অর্জন করা, আলেমদের অনুসরণ করা এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা।

«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»

“আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই প্রকৃতভাবে ভয় করে।”

— সূরা ফাতির: ২৮»

দাজ্জালী ফিতনার আধুনিক রূপ: বর্তমান বাস্তবতা, লক্ষণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও করণীয়

ভূমিকা

ইসলামী আকীদায় দাজ্জাল হলো সবচেয়ে ভয়াবহ ফিতনা, যা মানব ইতিহাসের শেষ সময়ে প্রকাশ পাবে বলে হাদিসে উল্লেখ রয়েছে। তবে দাজ্জালের বড় ফিতনা শুধু একজন ব্যক্তির আগমন নয়; বরং সত্য ও মিথ্যার এমন জটিল মিশ্রণ, যা মানুষের ঈমানকে পরীক্ষায় ফেলবে। বর্তমান যুগে প্রযুক্তি, মিডিয়া, ভোগবাদী সংস্কৃতি এবং তথ্য বিভ্রান্তির মাধ্যমে দাজ্জালী ফিতনার অনেক প্রতিচ্ছবি দেখা যাচ্ছে।

দাজ্জাল সম্পর্কে ইসলামী ধারণা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

«مَا بَيْنَ خُلُقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَالِ»
“আদম (আ.) থেকে কিয়ামত পর্যন্ত দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে বড় কোনো ফিতনা নেই।”

— সহিহ মুসলিম»

দাজ্জাল মানুষের ঈমান, চিন্তা ও সত্য-মিথ্যার ধারণাকে বিভ্রান্ত করবে।

আধুনিক যুগে দাজ্জালী ফিতনার রূপ

১. তথ্য বিভ্রান্তি ও ভুয়া তথ্য (Fake Information)

আজকের যুগে সত্য-মিথ্যা আলাদা করা কঠিন হয়ে গেছে। মিডিয়া ও সামাজিক মাধ্যমে ভুল তথ্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

→ এটি দাজ্জালের “মিথ্যাকে সত্য এবং সত্যকে মিথ্যা” বানানোর ফিতনার আধুনিক প্রতিচ্ছবি।

২. অতিরিক্ত ভোগবাদ ও দুনিয়াকেন্দ্রিক জীবন

মানুষকে দুনিয়ার ভোগ, বিলাসিতা ও উপভোগে এত বেশি ব্যস্ত করা হচ্ছে যে আখিরাতের চিন্তা কমে যাচ্ছে।

আল্লাহ বলেন—

«وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ»

“দুনিয়ার জীবন শুধু ধোঁকার উপকরণ।”

— সূরা আলে ইমরান: ১৮৫»

৩. নৈতিকতা ধ্বংসকারী মিডিয়া

অশ্লীলতা, অশালীনতা এবং অনৈতিক কনটেন্ট এখন স্বাভাবিক করে দেওয়া হচ্ছে।

→ এটি মানুষের লজ্জা ও ঈমান দুর্বল করার একটি বড় ফিতনা।

৪. প্রযুক্তির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ ও আসক্তি

সোশ্যাল মিডিয়া, শর্ট ভিডিও, গেমিং—এসব মানুষের সময়, মনোযোগ ও চিন্তাশক্তি নিয়ন্ত্রণ করছে।

রাসূল ﷺ সতর্ক করেছেন—

«سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ»

“মানুষের উপর প্রতারণাপূর্ণ বছর আসবে...”

— (হাদিসের অর্থ, মুসনাদ আহমাদ)»

৫. ধর্মহীনতা ও আপেক্ষিক সত্যের ধারণা

আজ বলা হচ্ছে—“সত্য আপেক্ষিক”, “যা খুশি তাই ঠিক”—এটি ঈমানের ভিত্তিকে দুর্বল করে।

➡ ইসলামে সত্য একটাই: আল্লাহর নির্দেশ।

৬. নেতৃত্ব ও ক্ষমতার ফিতনা

ক্ষমতা ও অর্থকে সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড বানানো হচ্ছে, যা মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

দাজ্জালের ফিতনার সাথে আধুনিক ফিতনার মিল

হাদিস অনুযায়ী দাজ্জাল—

- সত্যকে মিথ্যা বানাবে
- মিথ্যাকে সত্য বানাবে
- মানুষকে বিভ্রান্ত করবে
- দুনিয়াকে আকর্ষণীয় করে তুলবে

আজকের মিডিয়া-সংস্কৃতি অনেক ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ফিতনা তৈরি করেছে—যা ঈমান দুর্বল করার বড় কারণ।

কুরআনের সতর্কতা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا

“হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তিনি তোমাদের জন্য সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার ক্ষমতা দান করবেন।”

— সূরা আল-আনফাল: ২৯»

দাজ্জালের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

১. দৃঢ় ঈমান ও তাকওয়া

আল্লাহভীতি মানুষকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে।

২. সূরা আল-কাহফ তিলাওয়াত

রাসূল ﷺ বলেছেন—

«“যে ব্যক্তি সূরা আল-কাহফের প্রথম দশ আয়াত মুখস্থ করবে, সে দাজ্জালের ফিতনা থেকে সুরক্ষিত থাকবে।”

— সহিহ মুসলিম»

৩. সত্য যাচাইয়ের অভ্যাস

অন্ধভাবে তথ্য গ্রহণ না করা।

«فَتَّبِعُونَا»

“তোমরা যাচাই করো।”

— সূরা আল-হুজুরাত: ৬»

৪. নামাজ ও ইবাদত দৃঢ় করা

নামাজ ঈমানকে শক্তিশালী করে।

«إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ»

— সূরা আল-আনকাবুত: ৪৫»

৫. দুনিয়ার প্রতি আসক্তি কমানো

দুনিয়া যেন মূল লক্ষ্য না হয়।

৬. সৎ ও দ্বীনদার পরিবেশে থাকা

ভালো সঙ্গ ঈমানকে শক্তিশালী করে।

ইসলামী ঋলারদের দৃষ্টিভঙ্গি

ইমাম ইবনে কাসির

তিনি দাজ্জালকে সবচেয়ে বড় ফিতনা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যা ঈমান ও সত্যকে বিভ্রান্ত করে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া

তিনি বলেন, ফিতনার সময় সবচেয়ে বড় অস্ত্র হলো সহিহ ইলম ও দৃঢ় ঈমান।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, আধুনিক ফিতনা মানুষকে ধীরে ধীরে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, তাই সচেতন থাকা জরুরি।

দাজ্জাল শুধু ভবিষ্যতের কোনো ব্যক্তি নয়; বরং সত্য-মিথ্যার বিভ্রান্তিকর ফিতনার একটি প্রতীক। আধুনিক যুগে মিডিয়া, প্রযুক্তি, ভোগবাদ ও নৈতিক অবক্ষয়ের মাধ্যমে সেই ফিতনার অনেক রূপ দেখা যাচ্ছে। তাই একজন মুমিনের জন্য প্রয়োজন দৃঢ় ঈমান, সহিহ জ্ঞান, তাকওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহর অনুসরণ।

«وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»

“যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য মুক্তির পথ তৈরি করেন।”

— সূরা আত-তালাক: ২»

সময় অপচয়ে প্রযুক্তির ভূমিকা: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

প্রযুক্তি মানব জীবনের জন্য একটি মহান নিয়ামত। এটি শিক্ষা, যোগাযোগ, গবেষণা ও কাজকে সহজ করেছে। তবে এর অপব্যবহার বর্তমানে সময় অপচয়ের অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্মার্টফোন, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, গেমিং, শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্ম ও অনলাইন বিনোদনের কারণে মানুষ অজান্তেই ঘন্টার পর ঘন্টা মূল্যবান সময় নষ্ট করছে। ইসলাম সময়কে আল্লাহর দেওয়া আমানত হিসেবে বিবেচনা করে এবং এর সঠিক ব্যবহারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সময় অপচয়ের চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- মানুষ দিনে কয়েক ঘন্টা পর্যন্ত সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যয় করছে।
- পড়াশোনা ও কাজের সময়ের চেয়ে মোবাইল ব্যবহারের সময় বেশি হয়ে যাচ্ছে।
- রাত জেগে ভিডিও দেখা ও গেম খেলার কারণে ঘুম ও স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।
- পরিবারের সাথে সময় কমিয়ে ভার্যুয়াল জগতে বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে।
- গুরুত্বপূর্ণ কাজ পিছিয়ে গিয়ে অলসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গবেষণায় দেখা যায়, শর্ট ভিডিও প্ল্যাটফর্মগুলো মানুষের মনোযোগ সময় (attention span) কমিয়ে দিচ্ছে এবং একধরনের আসক্তি তৈরি করছে।

প্রযুক্তি কীভাবে সময় অপচয় করছে

১. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের আসক্তি

ফেসবুক, টিকটক, ইনস্টাগ্রাম ইত্যাদিতে “স্ক্রলিং” অভ্যাস সময়ের বড় অপচয় সৃষ্টি করছে।

২. শর্ট ভিডিও সংস্কৃতি

১৫-৩০ সেকেন্ডের ভিডিও বারবার দেখার ফলে সময়ের হিসাব থাকে না।

৩. গেমিং আসক্তি

অনলাইন গেম দীর্ঘ সময় ধরে মানুষকে বাস্তব জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

৪. নোটিফিকেশন নির্ভরতা

বারবার মোবাইল চেক করার অভ্যাস মনোযোগ নষ্ট করে।

৫. অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট ভোগ

বিনোদনের নামে অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট দেখা সময় নষ্ট করে।

ইসলামে সময়ের গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝»

“শপথ সময়ের! নিশ্চয় মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে।”

— সূরা আল-আসর: ১-২»

এই আয়াত সময়ের অপচয়কে মানুষের বড় ক্ষতি হিসেবে তুলে ধরে।

আরও বলেন—

«أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا

“তোমরা কি মনে করেছিলে আমরা তোমাদের অযথা সৃষ্টি করেছি?”

— সূরা আল-মুমিনুন: ১১৫»

হাদিসে সময়ের মূল্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«“দুটি নিয়ামত আছে, যা মানুষ অনেক সময় নষ্ট করে: স্বাস্থ্য ও অবসর সময়।”

— সহিহ বুখারি»

আরও বলেছেন—

«“কিয়ামতের দিন বান্দাকে তার সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে—কোথায় ব্যয় করেছে।”

— তিরমিজি»

প্রযুক্তির ইতিবাচক দিক বনাম অপব্যবহার

প্রযুক্তি নিজে খারাপ নয়, বরং—

- শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনে সহায়ক
- দাওয়াহ ও ইসলাম প্রচারে সহায়তা করে
- যোগাযোগ সহজ করে

কিন্তু এর অপব্যবহারই সময় অপচয়ের মূল কারণ।

ইসলামী স্ফলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম

তিনি বলেন, সময় হলো মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, যা একবার চলে গেলে আর ফিরে আসে না।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “যে মোবাইল তোমাকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে, সেটিই তোমার সবচেয়ে বড় পরীক্ষার মাধ্যম।”

ড. ইয়াসির কাদি

তিনি বলেন, প্রযুক্তি যদি নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তবে তা মানুষের আত্মিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সময় অপচয় থেকে বাঁচার ইসলামী উপায়

১. সময়ের পরিকল্পনা করা

দিনের প্রতিটি কাজের একটি রুটিন তৈরি করা।

২. নামাজকে কেন্দ্র করা

নামাজ সময়কে সুশৃঙ্খল করে এবং অলসতা কমায়।

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْفُوتًا

“নিশ্চয় নামাজ নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ফরজ করা হয়েছে।”

— সূরা আন-নিসা: ১০৩»

৩. স্ক্রিন টাইম সীমিত করা

প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ব্যবহার কমানো।

৪. উপকারী কাজে ব্যস্ত থাকা

পড়াশোনা, কাজ, ইবাদত ও পরিবারকে সময় দেওয়া।

৫. কুরআন ও জ্ঞানচর্চা

অবসর সময়কে ইবাদত ও জ্ঞান অর্জনে ব্যবহার করা।

৬. খারাপ কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা

অশ্লীল ও অপ্রয়োজনীয় কনটেন্ট এড়িয়ে চলা।

প্রযুক্তি আল্লাহর একটি বড় নিয়ামত, কিন্তু এর অপব্যবহার সময় অপচয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। একজন মুমিনের উচিত প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, সময়কে মূল্য দেওয়া এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করা। ইসলাম সময়কে আমানত হিসেবে দেখায় এবং প্রতিটি মুহূর্তের হিসাব দিতে হবে বলে সতর্ক করে।

«ثُمَّ لِنُسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ»

“অতঃপর অবশ্যই তোমাদেরকে সেই দিন নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

— সূরা আত-তাকাসুর: ৮»

শিক্ষা আছে, নৈতিকতা নেই: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

শিক্ষা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি করে, চিন্তাকে প্রসারিত করে এবং দক্ষতা তৈরি করে। কিন্তু নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষা অনেক সময় মানুষকে দায়িত্বশীল না করে বরং আত্মকেন্দ্রিক, অসৎ ও মূল্যবোধহীন করে তুলতে পারে। বর্তমান সমাজে একটি বড় সংকট হলো—শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়লেও নৈতিকতা, সততা ও মানবিক মূল্যবোধ অনেক ক্ষেত্রে কমে যাচ্ছে। ইসলাম শিক্ষা ও নৈতিকতাকে একসাথে গ্রহণের শিক্ষা দেয় এবং জ্ঞানকে তখনই সফল বলে যখন তা চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- উচ্চশিক্ষিত অনেক মানুষ দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পড়ছে
- পরীক্ষায় নকল, জালিয়াতি ও প্রতারণা বেড়ে গেছে
- কর্মক্ষেত্রে অসততা ও দায়িত্বহীনতা দেখা যাচ্ছে
- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপমান, গালাগালি ও অশালীন আচরণ বাড়ছে
- মানবিকতা ও সহানুভূতি কমে যাচ্ছে

এ থেকে বোঝা যায়, শুধু ডিগ্রি থাকলেই নৈতিক উন্নতি নিশ্চিত হয় না।

কেন শিক্ষা থাকা সত্ত্বেও নৈতিকতা কমছে

১. নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

শুধু একাডেমিক শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, চরিত্র গঠনের শিক্ষা কমে গেছে।

২. ধর্ম থেকে দূরে সরে যাওয়া

আল্লাহভীতি ও আখিরাতের জবাবদিহিতা ভুলে গেলে নৈতিকতা দুর্বল হয়।

৩. প্রতিযোগিতামূলক ও চাপপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা

ফলাফলকেন্দ্রিক শিক্ষা মানুষকে “সফল হওয়া” শেখায়, কিন্তু “সৎ হওয়া” শেখায় না।

৪. প্রযুক্তি ও অল্লীল সংস্কৃতির প্রভাব

অনৈতিক কনটেন্ট ও নেতিবাচক প্রভাব চরিত্রকে দুর্বল করে।

৫. পরিবারে মূল্যবোধের অভাব

ছোটবেলা থেকে সততা, শৃঙ্খলা ও নৈতিক শিক্ষা না পেলে সমস্যা তৈরি হয়।

ইসলামে জ্ঞান ও নৈতিকতার সম্পর্ক

ইসলামে জ্ঞান শুধু তথ্য নয়, বরং তা চরিত্র ও আচরণের সাথে যুক্ত।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ»

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন।”

— সূরা আল-মুজাদালাহ: ১১»

এই আয়াতে ঈমান ও জ্ঞানকে একসাথে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আরও বলেন—

«إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ»

“আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই প্রকৃতভাবে ভয় করে।”

— সূরা ফাতির: ২৮»

অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান মানুষকে নৈতিক ও আল্লাহভীরু করে।

হাদিসে নৈতিক শিক্ষার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ»

“আমি উত্তম চরিত্র পূর্ণ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।”

— মুসনাদ আহমাদ»

আরও বলেছেন—

«لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ»

“মুমিন গালাগালি করে না, অভিশাপ দেয় না এবং অশ্লীল কথা বলে না।”

— তিরমিজি»

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম গাজ্জালী

তিনি বলেন, জ্ঞান যদি নৈতিকতা না শেখায়, তবে তা মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম

তিনি বলেন, জ্ঞান হলো আলো, কিন্তু নৈতিকতা ছাড়া সেই আলো মানুষকে পথভ্রষ্টও করতে পারে।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “সত্যিকারের শিক্ষিত মানুষ সে, যার জ্ঞান তাকে ভালো মানুষ বানায়।”

নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষার ক্ষতি

১. দুর্নীতি বৃদ্ধি

শিক্ষিত হলেও অনেকে অসৎ পথে চলে যায়।

২. সমাজে অবিশ্বাস

মানুষ মানুষের উপর আস্থা হারায়।

৩. পারিবারিক ও সামাজিক সমস্যা

অহংকার ও অসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়।

৪. আত্মিক শূন্যতা

জ্ঞান থাকলেও শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায় না।

ইসলামী সমাধান

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিকতা যুক্ত করা

পাঠ্যক্রমে চরিত্র গঠন ও ধর্মীয় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা।

২. কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা

জ্ঞানকে ঈমানের সাথে সংযুক্ত করা।

৩. পরিবার থেকে নৈতিক শিক্ষা শুরু করা

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই সততা শেখানো।

৪. আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করা

«فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ»

“তোমরা যতটুকু পারো আল্লাহকে ভয় করো।”

— সূরা আত-তাগাবুন: ১৬»

৫. উত্তম চরিত্র চর্চা করা

ক্ষমা, দয়া, সততা ও বিনয় অনুশীলন করা।

শিক্ষা ছাড়া সমাজ অন্ধ, আর নৈতিকতা ছাড়া শিক্ষা বিপজ্জনক। ইসলাম শিক্ষা ও নৈতিকতাকে একসাথে পূর্ণতা দিয়েছে। তাই প্রকৃত সফলতা তখনই অর্জিত হয়, যখন জ্ঞান মানুষের চরিত্র, আচরণ ও ঈমানকে সুন্দর করে তোলে।

«قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا»

“সফল সে, যে তার আত্মাকে পবিত্র করেছে; আর ব্যর্থ সে, যে তা কলুষিত করেছে।”

ক্যারিয়ার নিয়ে অতিরিক্ত চাপ ও যুবকদের লক্ষ্যহীনতা: বর্তমান বাস্তবতা, কারণ, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

বর্তমান যুগে ক্যারিয়ার মানুষের জীবনের অন্যতম প্রধান চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভালো চাকরি, উচ্চ আয় ও সামাজিক অবস্থান অর্জনের চাপ এতটাই বেড়ে গেছে যে অনেক তরুণ মানসিক চাপ, হতাশা ও লক্ষ্যহীনতায় ভুগছে। ক্যারিয়ার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যখন এটি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে যায়, তখন জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে জীবন পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমস্যা

বর্তমানে দেখা যায়—

- শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার নিয়ে অতিরিক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে ভুগছে
- পরীক্ষার ফল, চাকরি ও প্রতিযোগিতা নিয়ে মানসিক চাপ বাড়ছে
- অনেক তরুণ নিজের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছে না
- ব্যর্থতার ভয় হতাশা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা তৈরি করছে
- সামাজিক তুলনা (comparison) মানুষকে আরও চাপের মধ্যে ফেলছে

ফলে অনেকেই জীবনের উদ্দেশ্য হারিয়ে লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ছে।

কেন ক্যারিয়ার চাপ ও লক্ষ্যহীনতা বাড়ছে

১. অতিরিক্ত প্রতিযোগিতা

শিক্ষা ও চাকরির বাজার অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক হয়ে উঠেছে।

২. সামাজিক তুলনা ও চাপ

অন্যদের সাফল্য দেখে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করা হচ্ছে।

৩. বাস্তবসম্মত লক্ষ্য নির্ধারণের অভাব

অনেকে নিজের সক্ষমতা না বুঝে অবাস্তব লক্ষ্য স্থির করছে।

৪. ধর্মীয় ও নৈতিক দিকের অভাব

জীবনের উদ্দেশ্য শুধু দুনিয়ার সাফল্য হিসেবে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

৫. পরিবার ও সমাজের চাপ

“ভালো চাকরি” ও “উচ্চ আয়ের” জন্য অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হচ্ছে।

৬. প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

অন্যের “পারফেক্ট লাইফ” দেখে হতাশা ও চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ইসলামে জীবনের উদ্দেশ্য

ইসলাম মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে—

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ»

“আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।”

— সূরা আয-যারিয়াত: ৫৬»

অর্থাৎ জীবনের মূল লক্ষ্য শুধু ক্যারিয়ার নয়; বরং আল্লাহর ইবাদত ও সঠিক জীবনযাপন।

দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্য

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

“আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তা দিয়ে আখিরাতের ঘর অনুসন্ধান করো এবং দুনিয়ার অংশ ভুলে যেও না।”

— সূরা আল-কাসাস: ৭৭»

এই আয়াত জীবনের ভারসাম্য শেখায়।

হাদিসে লক্ষ্য ও দিকনির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ»

“বুদ্ধিমান সে, যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে।”

— তিরমিজি»

এটি দেখায়, প্রকৃত লক্ষ্য শুধু দুনিয়া নয়।

লক্ষ্যহীনতার ক্ষতিকর প্রভাব

১. মানসিক হতাশা

উদ্দেশ্য না থাকলে জীবন অর্থহীন মনে হয়।

২. অলসতা ও ব্যর্থতা

দিকনির্দেশনা না থাকলে কর্মজীবনে অগ্রগতি হয় না।

৩. নৈতিক অবক্ষয়

ভুল পথে যাওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায়।

৪. আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া

নিজেকে অন্যদের সাথে তুলনা করলে আত্মসম্মান কমে যায়।

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাইয়িম

তিনি বলেন, যে মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না, সে সহজেই হতাশায় ভোগে।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “ক্যারিয়ার গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা কখনো জীবনের একমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত নয়।”

ড. ইয়াসির কাদি

তিনি বলেন, লক্ষ্যহীন জীবন মানুষকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়; তাই ঈমান ও উদ্দেশ্য থাকা জরুরি।

ইসলামী সমাধান

১. জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করা

আল্লাহর ইবাদত ও দুনিয়ার দায়িত্ব একসাথে পালন করা।

২. বাস্তবসম্মত ক্যারিয়ার পরিকল্পনা

নিজের যোগ্যতা অনুযায়ী লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

৩. নামাজ ও দোয়া

আল্লাহর সাহায্য ছাড়া সফলতা সম্ভব নয়।

«وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ»

“ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য চাও।”

— সূরা আল-বাকারা: ৪৫»

৪. সামাজিক তুলনা কমানো

নিজের উন্নতিতে মনোযোগ দেওয়া।

৫. সময় ব্যবস্থাপনা

পড়াশোনা, ইবাদত ও বিশ্রামের মধ্যে ভারসাম্য রাখা।

৬. আত্মবিশ্বাস গঠন

আল্লাহর উপর ভরসা রাখা।

ক্যারিয়ার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কিন্তু তা জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অতিরিক্ত চাপ ও লক্ষ্যহীনতা তরুণ সমাজকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দিচ্ছে। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতের ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গঠনের শিক্ষা দেয়। তাই সঠিক লক্ষ্য, ঈমান, পরিকল্পনা ও আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে একজন তরুণ তার জীবনকে সফল ও অর্থবহ করতে পারে।

«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।”

— সূরা আশ-শারহ: ৬»

নারীর পর্দাহীনতা বনাম ইসলামী পর্দা ও নারীর মর্যাদা: বর্তমান বাস্তবতা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

নারীর মর্যাদা ইসলাম অত্যন্ত উচ্চভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ইসলাম নারীর সম্মান, নিরাপত্তা ও সামাজিক অবস্থান রক্ষার জন্য পর্দার বিধান দিয়েছে। কিন্তু বর্তমান সমাজে পশ্চিমা সংস্কৃতি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ফ্যাশন সংস্কৃতির প্রভাবে পর্দাহীনতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, সম্মান এবং আত্মিক প্রশান্তি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ইসলাম পর্দাকে কোনো সীমাবদ্ধতা নয়; বরং মর্যাদা, সুরক্ষা এবং আত্মসম্মানের প্রতীক হিসেবে দেখেছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে পর্দাহীনতার চিত্র

বর্তমানে দেখা যায়—

- সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয়ভাবে ছবি ও ভিডিও প্রকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে
- ফ্যাশন ও ট্রেন্ড অনুসরণে শরীর প্রদর্শনের প্রবণতা বাড়ছে
- মিডিয়া ও বিজ্ঞাপনে নারীর অবজেক্টিফিকেশন বৃদ্ধি পেয়েছে
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে পর্দা অবহেলা করা হচ্ছে
- ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ও লজ্জাশীলতা কমে যাচ্ছে

ফলে সমাজে নৈতিকতা দুর্বল হচ্ছে এবং নারীর নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়ছে।

কেন পর্দাহীনতা বাড়ছে

১. পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাব

মিডিয়া ও বিনোদন জগতে উন্মুক্ততা ও শরীর প্রদর্শনকে স্বাভাবিক করা হচ্ছে।

২. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

পর্দার গুরুত্ব ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান কমে যাচ্ছে।

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম

লাইকের জন্য নিজের ছবি ও শরীর প্রদর্শনের প্রবণতা তৈরি হচ্ছে।

৪. ফ্যাশন ও ট্রেন্ড অনুসরণ

আধুনিকতার নামে শর্ট ড্রেস ও অশালীন পোশাক জনপ্রিয় হচ্ছে।

৫. আত্মপরিচয় সংকট

অনেকে মনে করে পর্দা করলে পিছিয়ে পড়বে—এমন ভুল ধারণা তৈরি হয়েছে।

ইসলামে পর্দার গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ»

“মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।”

— সূরা আন-নূর: ৩১»

আরও বলেন—

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ»

“হে নবী! তোমার স্ত্রী, কন্যা ও মুমিন নারীদের বলো, তারা যেন তাদের চাদর দিয়ে নিজেদের ঢেকে নেয়।”

— সূরা আল-আহযাব: ৫৯»

হাদিসে লজ্জাশীলতার গুরুত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ»

“লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি অংশ।”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম»

আরও বলেছেন—

«إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ»

“যদি লজ্জা না থাকে, তবে তুমি যা খুশি তাই করতে পারো।”

— সহিহ বুখারি»

ইসলামী পর্দার উদ্দেশ্য

ইসলামে পর্দা নারীর উপর বোঝা নয়; বরং—

১. সম্মান রক্ষা করা

নারীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা রক্ষা করা। পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি নারী, তাই এদের রক্ষা করা ও মর্যাদা দেওয়া ইসলামে ফরজ দায়িত্ব।

২. নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

অবাঞ্ছিত দৃষ্টি ও হয়রানি থেকে সুরক্ষা দেওয়া।

৩. আত্মিক পবিত্রতা

মন ও চরিত্রকে শুদ্ধ রাখা।

৪. সমাজে নৈতিক ভারসাম্য

পুরুষ ও নারীর সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রিত ও সম্মানজনক রাখা।

পর্দাহীনতার ক্ষতিকর প্রভাব

১. নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি

নারীরা অনেক ক্ষেত্রে হয়রানি ও অবমাননার শিকার হয়।

২. আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত

নিজেকে শুধুই বাহ্যিক সৌন্দর্যের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়।

৩. পারিবারিক সমস্যা

বিশ্বাস ও সম্পর্কের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

৪. নৈতিক অবক্ষয়

সমাজে অশ্লীলতা ও অনৈতিকতা বাড়ে।

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাসির

তিনি বলেন, পর্দার বিধান নারীর মর্যাদা রক্ষার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি সুরক্ষা ব্যবস্থা।

ইমাম গাজ্জালী

তিনি বলেন, লজ্জাশীলতা হারালে সমাজে নৈতিকতা ধ্বংস হয়ে যায়।

মুফতি মেনক

তিনি বলেন, “পর্দা নারীর স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে না; বরং তাকে সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়।”

ইসলামী পর্দা কিভাবে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করে

১. ব্যক্তিত্বকে মূল্যায়ন করা হয়

শারীরিক সৌন্দর্যের পরিবর্তে চরিত্রকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

২. নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়

নারী হয়রানি থেকে অনেকাংশে রক্ষা পায়।

৩. আত্মসম্মান বৃদ্ধি পায়

নিজেকে সম্মানিত হিসেবে অনুভব করা যায়।

৪. সমাজে শুদ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়

অশালীনতা ও ফিতনা কমে যায়।

পর্দাহীনতা থেকে পর্দার দিকে ফিরে আসার উপায়

১. ইসলামী জ্ঞান অর্জন

পর্দার উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝতে হবে।

২. আল্লাহভীতি বৃদ্ধি করা

«فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ»

“তোমরা কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, যাতে অসুস্থ হৃদয়ের লোক লোভ না করে।”

— সূরা আল-আহযাব: ৩২»

৩. ভালো পরিবেশ নির্বাচন

দ্বীনদার সঙ্গ ও পরিবারে থাকা।

৪. সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ

অপ্রয়োজনীয় ছবি ও কনটেন্ট থেকে দূরে থাকা।

৫. ধীরে ধীরে অভ্যাস পরিবর্তন

পর্দা অভ্যাসে পরিণত করা।

ইসলামে পর্দা নারীর মর্যাদা হ্রাস করে না; বরং তা তাকে সম্মান, নিরাপত্তা ও আত্মিক সৌন্দর্য প্রদান করে। পর্দাহীনতা সমাজে অনেক নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার জন্ম দেয়। তাই একজন মুসলিম নারীর জন্য পর্দা কেবল একটি পোশাক নয়; বরং ঈমান, লজ্জাশীলতা ও আত্মসম্মানের প্রকাশ।

«ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَنْ يُعْرِفَنَّ فَلَا يُؤْذَنَنَّ»

“এটি তাদের পরিচিত ও সম্মানিত হওয়ার জন্য অধিক উপযুক্ত, যাতে তারা কষ্ট না পায়।”

— সূরা আল-আহযাব: ৫৯»

স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা: সহিংসতা, অপরাধে জনসাধারণের ভূমিকা, ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান

ভূমিকা

স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা এমন একটি সামাজিক অবস্থা যেখানে ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী নিজের স্বার্থকে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয় এবং অন্যের অধিকার, নিরাপত্তা ও মানবিকতা উপেক্ষিত হয়। এর ফলে সমাজে অবিশ্বাস, নৈতিক অবক্ষয় এবং সহিংসতা বৃদ্ধি পায়। আধুনিক সমাজে বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা—বিশেষ করে মার্ডার কেস, গণসহিংসতা ও বিচারবহির্ভূত আচরণ—অনেক সময় জনসাধারণের নীরবতা, উদাসীনতা বা ভুল প্রতিক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত হয়ে থাকে।

বর্তমান বাস্তবতা: সহিংসতা ও জনসাধারণের ভূমিকা

বর্তমানে বিভিন্ন দেশে ও সমাজে দেখা যায়—

- অপরাধ সংঘটিত হলেও অনেক সময় মানুষ হস্তক্ষেপ না করে ভিডিও করে
- সামাজিক মাধ্যমে ঘটনার “ভিউ” ও “শেয়ার” বেশি গুরুত্ব পায়, মানবিক সহায়তা কম
- অনেক ক্ষেত্রে গুজব ও আবেগপ্রবণ প্রতিক্রিয়ায় ভুল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়
- ন্যায়বিচারের বদলে “জনরোষ” বা mob mentality তৈরি হয়
- ভুক্তভোগীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে নীরবতা বা উদাসীনতা দেখা যায়

এটি একটি গভীর সামাজিক সংকট—যেখানে মানবিকতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে।

কেন এমন স্বার্থপর সমাজ তৈরি হচ্ছে

১. নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

মানুষের মধ্যে দয়া, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধ কমে যাচ্ছে।

২. ধর্মীয় শিক্ষার দুর্বলতা

আখিরাত ও জবাবদিহিতার ধারণা দুর্বল হলে মানুষ দায়িত্বহীন হয়ে পড়ে।

৩. সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব

ঘটনাকে “কনটেন্ট” হিসেবে দেখা হচ্ছে, বাস্তব মানবিক ঘটনা হিসেবে নয়।

৪. বিচার ব্যবস্থার প্রতি অবিশ্বাস

অনেকে আইন নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করে।

৫. ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবন

“আমি নিরাপদ থাকলেই হলো”—এই মানসিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

মার্ডার কেস ও সমাজের ভূমিকা (সামাজিক বিশ্লেষণ)

অপরাধমূলক ঘটনার ক্ষেত্রে সমাজের ভূমিকা সাধারণত তিনভাবে দেখা যায়—

১. সক্রিয় মানবিক ভূমিকা

- ভুক্তভোগীকে সাহায্য করা
- আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সহযোগিতা করা
- সাক্ষ্য ও সত্য তথ্য দেওয়া

২. নীরব দর্শক ভূমিকা

- ঘটনা দেখে কিছু না করা
- ভয় বা উদাসীনতায় দূরে থাকা

৩. ভুল প্রতিক্রিয়া (Mob mentality)

- গুজবের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে দোষী ঘোষণা
- আইন নিজের হাতে নেওয়া
- সহিংসতা বাড়ানো

ইসলাম এই তিন অবস্থার মধ্যে ন্যায়, দায়িত্ব ও মানবিক সহযোগিতার শিক্ষা দেয়।

ইসলামে মানব জীবনের পবিত্রতা

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“যে ব্যক্তি একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।”

— সূরা আল-মায়িদা: ৩২»

এই আয়াত মানব জীবনের পবিত্রতা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে।

অন্যায় ও অপরাধে নীরবতা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“তোমরা নেকি ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, কিন্তু গুনাহ ও সীমালঙ্ঘনে সহযোগিতা করো না।”

— সূরা আল-মায়িদা: ২»

অর্থাৎ অন্যায় দেখেও নির্লিপ্ত থাকা ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।

হাদিসে সামাজিক দায়িত্ব

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

«مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ...»

“তোমাদের মধ্যে যে কেউ অন্যায় কাজ দেখবে, সে তা পরিবর্তন করুক...”

— সহিহ মুসলিম»

এটি সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের নির্দেশ।

আরও বলেছেন—

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ»

“মুমিনদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহানুভূতি একটি দেহের মতো...”

— সহিহ বুখারি ও মুসলিম»

ইসলামে ন্যায়বিচার ও সতর্কতা

ইসলাম বিচারবহির্ভূত আচরণ নিষিদ্ধ করেছে। কোনো ব্যক্তিকে অপরাধী ঘোষণা করার আগে—

- প্রমাণ
- সাক্ষ্য
- বিচারিক প্রক্রিয়া

অবশ্যই থাকতে হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

“হে মুমিনগণ! কোনো ফাসিক ব্যক্তি যদি সংবাদ আনে, তবে যাচাই করো।”

— সূরা আল-হুজুরাত: ৬»

স্বার্থপর সমাজের ক্ষতিকর প্রভাব

১. মানবিকতা ধ্বংস

মানুষের দুঃখ-কষ্টে সহানুভূতি কমে যায়।

২. অপরাধ বৃদ্ধি

অপরাধীরা সাহস পায়।

৩. ন্যায়বিচার দুর্বল

ভুল বিচার ও গুজব সমাজে ছড়িয়ে পড়ে।

৪. সামাজিক বিভাজন

ধনী-গরিব, শক্তিশালী-দুর্বল বিভাজন বাড়ে।

ইসলামী আদর্শ সমাজব্যবস্থা কেমন হওয়া উচিত

১. ন্যায়ভিত্তিক সমাজ

প্রত্যেকের অধিকার নিশ্চিত করা।

২. দায়িত্বশীল নাগরিক

অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন ভূমিকা রাখা।

৩. সহানুভূতিশীল সমাজ

দরিদ্র, দুর্বল ও ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়ানো।

৪. আইন ও ন্যায়বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা

নিজ হাতে বিচার না করা।

৫. তাকওয়া ও আল্লাহভীতি

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ»

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।”

— সূরা আত-তাওবা: ১১৯»

ইসলামী স্কলারদের মতামত

ইমাম ইবনে কাসির

তিনি বলেন, সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধই ইসলামী সমাজের মূল ভিত্তি।

ইমাম গাজ্জালী

তিনি বলেন, যে সমাজে দয়া ও নৈতিকতা নেই, সেখানে ধ্বংস অনিবার্য।

মুফতি তাকি উসমানি

তিনি বলেন, ন্যায়বিচার ছাড়া কোনো সমাজ দীর্ঘস্থায়ীভাবে টিকে থাকতে পারে না।

স্বার্থপর সমাজব্যবস্থা মানবিকতা, ন্যায়বিচার ও সামাজিক শান্তির জন্য বড় হুমকি। বিশেষ করে সহিংসতা ও অপরাধের ঘটনায় জনসাধারণের দায়িত্বহীনতা সমাজকে আরও দুর্বল করে দেয়। ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয়। তাই ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠে মানবিক দায়িত্ব, আইন মানা এবং আল্লাহভীতি প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

«إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ»

“নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় ও ইহসানের নির্দেশ দেন।”

— সূরা আন-নাহল: ৯০»

উপসংহার

আধুনিক বিশ্বের সংকটসমূহ মূলত নৈতিক অবক্ষয়, আত্মকেন্দ্রিকতা এবং ধর্মীয় ও মূল্যবোধভিত্তিক জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফল। বস্তুগত উন্নতি যথেষ্ট হলেও যদি মানবিক ও নৈতিক উন্নতি না ঘটে, তবে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, সমাজ সংস্কারের মূল ভিত্তি হলো ঈমান, তাকওয়া এবং ন্যায়বিচার। Imam Al-Ghazali বলেছেন, “মানুষের অন্তর পরিবর্তন না হলে বাহ্যিক আইন দিয়ে সমাজকে স্থায়ীভাবে সংশোধন করা যায় না।” একইভাবে Ibn Khaldun

উল্লেখ করেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে নৈতিকতা ও শাসনের ভারসাম্যের উপর।

অতএব, আধুনিক সমস্যার বাস্তব ও টেকসই সমাধান ইসলামী জীবনদর্শনের মধ্যে নিহিত, যা ব্যক্তি ও সমাজ উভয় পর্যায়ে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার এবং মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠন করতে সক্ষম